NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ রাজস্থানে বাসে আগুন, ঝলসে মৃত ৩

কেনিয়ায় বিমান ভেঙে ১২ জনের মৃত্যু ৭

কলকাতা ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ১১ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.10.2025, Vol.19, Issue No. 137, 8 Pages, Price 3.00

উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: ইন্ডিয়ান মেরিটাইম উইক ২০২৫ সপ্তাহ চলছে। আজ মুম্বইয়ে এই প্রোগ্রামে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য উচ্ছ্বসীত প্রধানমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেন। পোস্টে উল্লেখ করেন, 'মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক ২০২৫ সংক্রান্ত প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় আছি। আমি মেরিটাইম লিডারস কনক্লেভে বক্তৃতা করব এবং গ্লোবাল মেরিটাইম সিইও ফোরামের সভাপতিত্ব করব। সামুদ্রিক খাতে সহযোগিতা গড়ে তোলার এবং একই সাথে ভারতের সংস্কারগুলিকে তুলে ধরার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত ফোরাম।'

কাজ শুরু কেন্দ্রের ৮ম বেতন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য বড়সড় সুখবর। অষ্টম বেতন কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্সে ছাড়পত্র দিয়ে দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা। অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখে সেটিকে কার্যকর করার জন্য এই টার্মস অফ রেফারেন্সে ছাড়পত্র পাওয়াটা জরুরি ছিল। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। যার অর্থ সরকারিভাবে অষ্টম বেতন কমিশন কাজ শুরু করে দিল। এর আগে জানুয়ারি মাসে অষ্টম পে কমিশন গঠন করে কেন্দ্র। সপ্তম পে কমিশন গঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালে। যার মেয়াদ শেষ হবে ২০২৫ সালের আগামী ৩১ ডিসেম্বর। সুতরাং ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি লাগু হতে চলেছে অষ্টম পে কমিশন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই সংক্রান্ত ঘোষণা করেছেন। ৫০ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা এর ফলে বেসিক থেকে, অ্যালাওন্সেস, পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা- সবেতেই লাভবান হবেন। এর জেরে একদিকে ডিএ বাড়বে, বাড়বে পেনশনভোগীদের ডিআর।

এসআইআরে উত্তেজনা, এনআরসিতে আত্মহনন

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালের দপ্তরে অনুষ্ঠিত সর্বদল বৈঠক।

তপ্ত তর্ক সর্বদলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার দিনই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালের দপ্তরে অনুষ্ঠিত সর্বদল বৈঠক চরম উত্তেজনায় ভরে ওঠে। আধার কার্ড ও নাগরিকত্বকে ঘিরেই মূলত বিতর্কের আগুন জ্বলে ওঠে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় আধার কার্ড ব্যবহার করা যাবে পরিচয় যাচাইয়ের জন্য, তবে এটি নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি নয়। এই ব্যাখ্যা ঘিরেই প্রশ্ন ওঠে একাধিক।

এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের নানা প্রশ্ন। তার ফলে তৈরি হচ্ছে বিভ্রান্তি। এনআরসি আতঙ্কে পানিহাটির প্রৌঢ় আত্মহত্যা করেছেন বলেই দাবি তাঁর পরিবারের। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না। সর্বদল বৈঠকের পর আশ্বাসবাণী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালের।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, 'বিহারে আমরা সময় পাইনি। বাংলায় পেয়েছি। তাই কোনও বিভ্রান্তি তৈরির সুযোগই নেই। ২০০২ সালের তুলনায় ভোটার বৃদ্ধি স্বাভাবিক। অনেকের নাম ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে। বাংলায় ৪ নভেম্বর থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা শুরু হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হবে। বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য নেবেন। বিএলওদের অ্যাপেই থাকবে সব তথ্য হবে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। তা দেখেই এসআইআর হবে। প্রত্যেক ভোটারের আলাদা আলাদা কিউআর কোড থাকবে।'

এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী সরাসরি জানতে চান, যদি কেউ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর আওতায় আবেদন করে, তবে কি সে আধার জমা দিয়ে ভোটার হতে পারবে? কমিশনের ভূমিকাই বা কী হবে তখন? তাঁর আরও প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের অধিকার কোথা থেকে এল? বিজেপি প্রতিনিধি অন্য প্রশ্ন তোলেন, প্রশান্ত কিশোরের নাম আলাদা দুটি রাজ্যের ভোটার তালিকায় রয়েছে কেন? ওই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই বিহারে তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়েছে, তিন দিনের মধ্যে জবাব চাইছে সংশ্লিষ্ট বিধানসভার নির্বাচন দপ্তর। এনুমেরেশন ফর্ম নিয়েও দলগুলির আপত্তি প্রকাশ পেয়েছে। বহু নেতা বলেন, ২০০২ সালের সংশোধনে এই ফর্ম ছিল না, এখন হঠাৎ কেন তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে? কংগ্রেসের দাবি, ভোটার তালিকা প্রকাশের পর অন্তত এক বছর পর্যন্ত সেই ফর্ম সংরক্ষণ করতে হবে। সুজন চক্রবর্তী আরও প্রশ্ন তোলেন, গত দুই দশকে টানা পাঁচটি নির্বাচনে যারা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের নাম এখন কেন বাদ পড়ছে? বারবার কেন একই ভোটারকে নতুন করে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে?

এদিন নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়সূচিও ঘোষণা করে। সোমবার রাত থেকে প্রক্রিয়া 'ফ্রিজ' করা হয়েছে। ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভোটারদের হাতে এনুমেরেশন ফর্ম পৌঁছবে, ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে। অভিযোগ ও সংশোধনের সময়সীমা ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত, আর শেষমেশ ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ পাবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এছাড়া রাজ্যের বাইরে থাকা ভোটাররাও অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু বৈঠক শেষে যে স্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে, তা হলো, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই বাংলার ভোট-রাজনীতি আরও এক দফা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

মমতার তোপে 'নির্মম খেলা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'এনআরসি আতঙ্কে' আত্মঘাতী উত্তর ২৪ পরগনার আগরপাড়ার এক প্রৌঢ়। মঙ্গলবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধারের পর শোরগোল আগরপাড়ার মহাজাতি নগর এলাকায়। মৃতের ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ডায়েরি। তার একটি পাতায় লেখা, 'এনআরসি আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী।' এ নিয়ে সমাজমাধ্যমে বিজেপিকে দুষেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, 'আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এই নির্মম খেলা চিরতরে বন্ধ করুক। বাংলা কখনও এনআরসি অনুমোদন করবে না এবং কাউকে আমাদের জনগণের মর্যাদা বা স্বত্ব কেড়ে নিতে দেবে না।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি আর ভয়ের প্রচারণাই এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। বহু বছর ধরে বিজেপি মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে এনআরসির নামে, মিথ্যা রটনা ছড়িয়ে নিরাপত্তাহীনতা উসকে দিয়েছে। তারা গণতন্ত্রকে পরিণত করেছে এক নিষ্ঠুর আইন শাসনে, যেখানে মানুষ নিজের অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়ছে।' তিনি আরও বলেন, ''যাঁরা দিল্লিতে বসে দেশপ্রেমের বুলি আওড়ান, তাঁরাই সাধারণ নাগরিকদের এমন হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছেন যে, নিজের মাটিতেই তারা 'বিদেশি' হবার ভয়ে প্রাণ দিচ্ছে। আমি কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এই নির্মম খেলা বন্ধ হোক। বাংলা কোনওদিন এনআরসি মানবে না, বাংলার মানুষকে বঞ্চিত হতে দেবে না। এ মাটি মা-মাটি-মানুষের, ঘৃণার ব্যবসায়ীদের নয়।'' অন্যদিকে, বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে 'রাজনৈতিক নাটক' আখ্যা দিয়ে বলেন, 'প্রদেশ কারের মৃত্যুর ঘটনার সঠিক কারণ আইন এবং তদন্ত সংস্থার মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে, রাজনৈতিক বক্তৃতায় নয়। দেশজুড়ে কোথাও এনআরসি কার্যকর হয়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা বলছেন এবং মানুষের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছেন।' মালব্যের বক্তব্য, 'আসলে তৃণমূলই ভয়কে অস্ত্র করেছে। ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু শরণার্থীদের দুর্দশা নিয়েই রাজনীতি করেছে। সন্দেশখালি থেকে মালদা, মুর্শিদাবাদ, যেখানেই ভয় দেখানো হয়েছে, সেখানে তৃণমূলই দায়ী।'

ফের যৌন হেনস্তায় পার্ক স্ট্রিটের নাসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: যৌন হেনস্তার অভিযোগে ফের নাম জড়াল পার্কস্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডের অভিযুক্ত সেই নাসির খানের । গত শনিবার রাতে বিধাননগর দক্ষিণ থানা এলাকার একটি নাইট ক্লাবে এক মহিলাকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় অভিযোগের তির ওঠে নাসিরের দিকেই। বাধা দেওয়ায় মহিলার ভাইকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগও উঠেছে ব্যবসায়ী নাসির ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১২ সালে পার্কস্ট্রিটে ধর্ষণের মামলায় ১০ বছর জেল খেটেছিলেন এই অভিযুক্ত যুবক। তারপর জেল থেকে ছাড়া পান। তাঁর বিরুদ্ধেই বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অভিযোগ জানান ওই মহিলা।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগপত্রে মহিলা জানিয়েছেন, রবিবার অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর রাতে ওই হোটেলে স্বামী ও বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করছিলেন। আচমকা কয়েকজন তাঁদের সঙ্গে বচসা শুরু করেন। সেই সময় ওই অভিযুক্ত ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করেন। পাশাপাশি যৌন হেনস্থারও চেষ্টা করেন। মহিলা এও জানান, 'আমার ভাই আমাকে রক্ষা করতে এলে তার দিকে গ্লাস ও বোতল ছুড়ে মারে অভিযুক্তরা।' সেইসময় তাঁরা ওই হোটেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার

চেষ্টা করেন বলেও জানান অভিযোগকারিণী। এরপরই অভিযুক্ত আরও দলবল ডেকে আনেন। মহিলা জানান, দলবল নিয়ে ওই অভিযুক্ত তাঁদের আক্রমণ করেন। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, 'হামলাকারীরা সব দরজা বন্ধ করে দেয়। আমাকে ঠেলতে শুরু করে ও খারাপভাবে স্পর্শ করে। আমার গোপনাঙ্গেও স্পর্শ করে।' তখনই নিজেকে বাঁচাতে হোটেলের পানশালায় লুকিয়ে ছিলেন মহিলা। সাহায্যের জন্য ১০০ নম্বরে ডায়াল করেছিলেন। এরপর পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। ওই মহিলা এও জানান, এই হামলার ছবি হোটেলের সিসিটিভি-তে পাওয়া যাবে।

পুরনিয়োগে ইডির হানা সাতসকালেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাতসকালে ফের অ্যাকশনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন করে অভিযানে তদন্তকারী সংস্থা। বেলেঘাটা-সহ শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় মঙ্গলবার সকালে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরবেলায় ৭৫ নম্বর হেমচন্দ্র নস্কর রোডে থাকা একটি বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। প্রায় ৬ জন আধিকারিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে পৌঁছে যান ওই বাড়িতে। তবে অভিযানের শুরুতেই কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের। দীর্ঘক্ষণ ধরে বাড়ির লোহার গেট ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করেও ভিতর থেকে কেউ সাড়া দেননি। পরে পাশের আবাসনের এক নিরাপত্তারক্ষী এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেন ইডি আধিকারিকদের জন্য। এরপরই তাঁরা প্রবেশ করেন বাড়ির ভিতরে।

ইডি সূত্রে খবর, পুর নিয়োগ মামলায় বেশ কিছু নতুন তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। বেশ কয়েকটি সংস্থার নাম সামনে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই বেলেঘাটার ৭৫ নম্বর হেমচন্দ্র নস্কর রোডের একটি বাড়িতে হানা দেয় ইডি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা ঘেরাটোপে ছয়জনের একটি ইডির দল সেখানে তল্লাশি চালায়। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি জায়গাতেও কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী

সংস্থা তল্লাশি চালাচ্ছেন বলেই খবর।

ইডি সূত্রে এও জানা গিয়েছে, বেলেঘাটার যে বাড়িতে এদিন সকাল থেকে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালান সেটি দুই ব্যবসায়ীর। সম্পর্কে দুজনে ভাই। একজনের নাম বিশ্বজিৎ চৌধুরী এবং অপরজনের নাম রণজিৎ চৌধুরী। বিশ্বজিৎ দীর্ঘ সময় ধরে কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ছোট ভাই নির্মাণ সংস্থা, রিয়েল এস্টেটের সঙ্গে যুক্ত বলে ইডি সূত্রে খবর। তবে ঠিক কীভাবে এই দুই ব্যবসায়ী নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সে বিষয়ে ইডির তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

বঙ্গে সমস্যা হবে না, আশা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর নিয়ে সরগরম রাজনৈতিক মহল। তবে রাজ্যে এসআইআর হলে কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। হুগলির চন্দননগরের আদি হালদার পাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপে গিয়ে রাজ্যপাল বোস জানান, 'এসআইআর হল একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। দেশে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য এটা করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী মত থাকতে পারে। আমাদের সংবিধান ও গণতন্ত্র যথেষ্ট মজবুত। যেকোনও সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যেকোনও অশান্তি হলে তা সামাল দেওয়া সম্ভব। আমি মনে করি এসআইআর নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।'

আছড়াল ঘূর্ণিঝড়, হাওয়াবদল বুধেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় মান্থার জেরে দক্ষিণ ভারতের আকাশে বাস্তবিকই চিন্তার মেঘ। পাশাপাশি বাংলাতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়ে দিল মৌসম ভবন। একইসঙ্গে মঙ্গলবার মৌসম ভবন তরফে এও জানানো হয়, ঘূর্ণিঝড় মান্থা এদিন তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে চলেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া বন্দরে রাতেই আছড়ে পড়ে। ল্যান্ডফলের সময় গতিবেগ ছিল ১১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। অর্থাৎ এই ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ ভারতে যে দুর্যোগের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

মৌসম ভবনের এই পূর্বাভাসে এটা স্পষ্ট যে, জগদ্ধাত্রী পুজোর মধ্যেই রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। এদিকে আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের জেরে বুধবার থেকে দেখা যাবে হাওয়ার বদল। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের ছয়টি জেলা, যথাক্রমে হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও

ঝাড়গ্রামের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে বর্ধমান, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। যা চলবে টানা শনিবার পর্যন্ত। এই সময়কালে শুক্রবার পর্যন্ত রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টিপাত। রবিবার আবার পরিষ্কার হবে আকাশ।

তবে মান্থার জেরে বৃষ্টি নামবে দুই বঙ্গেই। বুধবার থেকে বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে দুই দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায়। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বাড়ার পাশাপাশি ভিজবে পার্বত্য জেলাগুলিও। যা দক্ষিণবঙ্গের মতোই টানা চলবে শনিবার পর্যন্ত। যা কমবে রবিবার থেকে।

বৃষ্টির এই সরলরেখা থেকে বাদ পড়েনি কলকাতাও। বুধবার থেকে শনিবার পর্যন্ত রয়েছে বৃষ্টির সম্ভবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫০ থেকে ৯৮ শতাংশ।

আবার সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর: অপারেশন সিঁদুরের পর ফের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। সূত্রের খবর, গত রবিবার গভীর রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের লিপা ভ্যালিতে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলি চালিয়েছে পাক সেনা। পাশাপাশি, ছোড়া হয়েছে মর্টার শেলও। পাকিস্তানের এই গোলাবর্ষণের পালটা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এদিন গভীর রাতে লিপা ভ্যালিতে ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে পর পর গুলি চালায় পাক সেনা। এমনকী নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ছোড়া হয় বেশ কয়েকটি মর্টার শেলও। পাকিস্তানের এই হামলার পালটা জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। গত ১০ মে অর্থাৎ অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে শান্তই ছিল নিয়ন্ত্রণ রেখা। কিন্তু পাঁচ মাস পর সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে ফের গোলাবর্ষণ করল পাক সেনা। প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীরের লিপা ভ্যালি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি এলাকা।

কেউ আটকাতে পারবে না, তৃণমূলকে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া। এর পরদিনই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

শুভেন্দু বলেন, এসআইআর কোনও বিতর্ক নয়, এটি একটি সাংবিধানিক ও নিয়মিত প্রক্রিয়া যা ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয়। তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় অন্তত এক কোটি ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়বে। বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম

মুছে যাবে, তবে কোনও ভারতীয় নাগরিকের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, ডাবল বা ট্রিপল এন্ট্রি নাম বাদ দেওয়ার ফলে ভোটার তালিকা আরও স্বচ্ছ হবে। হিন্দু শরণার্থী এবং ভারতীয় মুসলমান, উভয়ের বৈধ ভোটাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। পাশাপাশি, শুভেন্দু সমাজের হিন্দু সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন, ভাষা ও জাতিগত বিভেদ ভুলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একত্র থাকার অনুরোধ করেছেন। তৃণমূলের অভিযোগ যে এসআইআর আসলে গোপনে এনআরসি-এর মতো প্রক্রিয়া, সেই দাবি উড়িয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআর কেউ আটকাতে পারবে না। এটি গণতন্ত্র পরিশুদ্ধ করার একমাত্র উপায়।' তাঁর মতে, পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকাই হচ্ছে নির্বাচনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, যা বাংলার ভোটব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনবে।

এসআইআর ঘোষণার পর কোচবিহারে রাতের অন্ধকারে 'মস্তানি', তৃণমূলের নিন্দা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, এসআইআর ঘোষণার পরেই রাতের অন্ধকারে কোচবিহারে বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অজয় রায়ের বাড়ির সামনে ভাড়াটে দুষ্কৃতীবাহিনী ব্যবহার করে তৃণমূল-শাসিত বাহিনী শাসানি, হুমকি এবং বোমাবাজি করেছে। একে তিনি 'নির্লজ্জ, কাপুরুষ তৃণমূলের আক্রমণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। শুভেন্দু বলেন, 'রাতের অন্ধকারের আশ্রয় নিয়ে কাপুরুষের মতো এই আক্রমণ শুধু রাজনৈতিক নির্লজ্জতাই নয়, বরং স্পষ্টভাবে দেখায় এসআইআর ঘোষণার পরে কোচবিহারে কতটা আতঙ্কে রয়েছেন উদয়নবাবুরা।' তিনি তৃণমূলের এমন 'মস্তানির আচরণ' কোন ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে কঠোরভাবে জানান। শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দেন,বিজেপি জানে এসব দুষ্কৃতীদের কী ভাবে 'গর্তে ঢুকিয়ে দিতে' হয়।

বিজেপি নেতার ভাষায়, 'রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নির্লজ্জ এই হামলায় বিজেপির একজন কার্যকর্তাও ভীত নয়। সাহস থাকলে তৃণমূল প্রকাশ্যে, দিনের আলোয় বেরিয়ে দেখাক।' শুভেন্দু দাবি করেন, এই ঘটনা রাজনৈতিক আক্রমণ না-হলে কমিশন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তদন্তে নেমে দোষীদের চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। তিনি নির্বাচন-ভোটার তালিকা তৈরির পর্যবেক্ষণে এসআইআর-প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বারবার তুলে ধরে শান্তি ও সুষ্ঠু ভোটপ্রক্রিয়া রক্ষায় সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান করেন।

উঃ ২৪ পরগনার ৩৩টি আসনেই তৃণমূল ধরাশায়ী হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ভোট লুঠ করতে না-পারলে, ব্যারাকপুরে ছয়টি আসনেই বিজেপি জিতবে। আর উত্তর ২৪ পরগনার ৩৩টি আসনেই তৃণমূল ধরাশায়ী হবে। মঙ্গলবার লঞ্চে চেপে গঙ্গাবক্ষে সমবেত ছটব্রতীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'শক্তি ও আস্থার এই পুজোয় প্রায় ৩৬ ঘণ্টা উপবাস থাকতে হয় মায়েদের। পরিবারের মঙ্গল কামনায় মায়েরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজো করেন।' তাঁর দাবি, 'মমতা ব্যানার্জি দেশের আইনের উর্ধ্বে নয়। এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় মমতা ব্যানার্জির কাঁপুনি ধরে গেছে। ওঁর হুঙ্কার থেমে গেছে।'

বিজেপি নেতা আরও বলেন, 'মমতার ব্যানার্জির জিহাদি শক্তি এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা করছিল। কিন্তু ওরা কি এসআইআর আটকাতে পেরেছে? ওরা এসআইআর প্রক্রিয়া আটকাতেও পারবে না।' প্রসঙ্গত, এদিন ভোরে জগদ্দলের মেঘনা ঘাট থেকে লঞ্চে চেপে ভাটপাড়া বলরাম সরকার ঘাট পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে আগত ছটব্রতীদের শুভেচ্ছা জানাতে প্রাক্তন সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং, সঞ্জিত সিং, রীতেশ সিং প্রমুখ।

সপ্তমীর বিকেলে আকস্মিক ঝড়ের কারণে চন্দননগরের ১৯ নং ওয়ার্ডে কানাইলাল পল্লি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির পুজোমণ্ডপে ঘটে অঘটন। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে পুজোমণ্ডপ। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন চন্দননগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বিধায়কের নির্দেশ মতো প্রশাসন দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করে।

বিজেপির বৈঠকে সাংগঠনিক সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠনের হাল-হকিকত গোপন রাখতে নতুন নিয়ম চালু করল রাজ্য বিজেপি। দলীয় বৈঠকে কোনও সাংগঠনিক বা নির্বাচনী পরিসংখ্যান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা একেবারে নিষিদ্ধ করা হল। এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার রাতে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে এক নেতা বুথপ্রস্তুতি নিয়ে সংখ্যাতত্ত্ব তুলে ধরতে শুরু করতেই সভাপতি কড়া সুরে বাধা দেন। জানিয়ে দেন, এখন থেকে কর্মসূচির অগ্রগতি শুধুই 'ভালো', 'মাঝারি' বা 'খারাপ' বলে জানানো যাবে, সংখ্যাতত্ত্ব নয়। নির্দিষ্ট তথ্য জানাতে হলে তা কেবল সভাপতির সঙ্গে একান্ত বৈঠকেই জানানো যাবে।

দলীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি বুথস্তরের তথ্য, সদস্য সংখ্যা ও সমীক্ষার ফল সংবাদমাধ্যম এবং প্রতিপক্ষ দলের হাতে পৌঁছে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ রাজ্য নেতৃত্ব। বিজেপি মনে করছে, ২০২৬ সালের ভোটের আগে এসব তথ্য ফাঁস হলে কৌশল ভেস্তে যেতে পারে। দল ইতিমধ্যে রাজ্যের ২৯৪ আসন নিয়ে একাধিক বেসরকারি সংস্থা দিয়ে সমীক্ষা করিয়েছে। কোথায় জয়ের সম্ভাবনা, কোথায় হার কমানোর সুযোগ- সবই নথিভুক্ত। কিন্তু এই তথ্য বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় নেতৃত্ব কড়াকড়ি করেছে। এখন থেকে বিজেপির সংগঠনভিত্তিক রিপোর্টে সংখ্যা নয়, শুধু ইঙ্গিত থাকবে; যাতে তথ্য না ফাঁস হয়ে যায়, অথচ বার্তা ঠিকই পৌঁছে যায় নেতৃত্বের কাছে।

এসআইআর: সরাসরি সংঘাতে না-যাওয়ারই কৌশল বিজেপির

বিপ্লব চক্রবর্তী

এসআইআর ইস্যু নিয়ে এবার অন্য কৌশল নিচ্ছে বিজেপি। এই ইস্যুতে তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাবে না গেরুয়া শিবির। রাজ্যের সাধারণ মানুষের দরবারে তাঁরা বার বার প্রমাণে ব্যস্ত থাকবে যে, এসআইআর লাগু করেছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপি নয়। অর্থাৎ, শাসক দলের বিজেপি বিরোধিতা করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বাংলায় এসআইআর জারি হয়েছে সোমবার। দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-সহ বারোটি রাজ্যে এসআইআর লাগু করেছে। তবে এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের নাগরিকদের যাঁদের বৈধ কাগজ নেই, তাঁদের কি নাম বাদ যাবে এসআইআর হলে? এই প্রশ্ন এখন ঘোরাফেরা করছে অনেকের মধ্যেই।

মতুয়া থেকে শুরু করে বাংলাদেশ থেকে আসা প্রচুর হিন্দু, যাঁরা এখনও বিভিন্ন কারণে বৈধ কাগজ পাননি, তাঁদের জন্য আলাদা করে বৈঠক করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। ইতিমধ্যেই সিএএ নিয়ে তাঁরা আলাদা করে বৈঠক করেন সল্টলেকে। সেই বৈঠকে ছিলেন বিজেপির তরফে এরাজ্যে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নেতা ভূপেন্দ্র যাদব। সেখানে ছিলেন আরএসএস-র সংগঠকরাও। সেই বৈঠকে কার্যত ক্যাম্প করার কথাও বলা হয়েছে। আর এই ক্যাম্প হবে সিএএ-তে যাঁরা আবেদন করবেন, তাঁদের জন্য। বিশেষ করে, সীমান্তবর্তী এলাকায় এই ক্যাম্প করতে বলা হয়েছে।

এমতাবস্থায় জোরালো প্রতিবাদে পথে নেমেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবাদে সুর ছড়াচ্ছে কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীরাও। কার্যত বিজেপির বিরুদ্ধেই সোচ্চার হচ্ছে তাঁরা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতেই ২০২৬-র নির্বাচনের আগে এসআইআর করা হচ্ছে বলে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছে বিজেপি-বিরোধী দলগুলো। আর বিজেপিও সুকৌশলে তা পাত্তা না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়েছে। বাংলার মানুষের কাছে তাঁরা বার্তা পৌঁছে দিতে মরিয়া যে, গোটাটাই নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে বিজেপির কিছু করার নেই। এক ঘরোয়া বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারীও বিধায়কদের জানিয়ে দিয়েছেন, এসআইআর ইস্যু নিয়ে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া যাবে না। এখন দেখার, এই কৌশল কতটা সুবিধা দেয় বিজেপিকে।

রাজস্থান ফাউন্ডেশন ও রাজস্থান সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের তরফে কলকাতায় আয়োজিত প্রবাসী রাজস্থানি মিটে অংশ নিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা।

মঙ্গলবার মেট্রো রেল ভবনে আয়োজিত 'স্বচ্ছোৎসব' ও 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৫' অভিযানের অনুষ্ঠানে 'স্বচ্ছ রেল স্বচ্ছ ভারত' শিরোনামের বুকলেট প্রকাশ করছেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু শেখর মিশ্র।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ভারতীয় সেনার অগ্নিবীর জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত এক অগ্নিবীর জওয়ানের। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। কিন্তু আর দেশ-পাহারায় ফেরা হল না। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অনুরাগ কুমার সিং (২২)। হুগলির সাহাগঞ্জের বাসিন্দা। চুঁচুড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অনুরাগ তিন বছর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পোস্টিং ছিল জম্মু-কাশ্মীরে। পুজোর ছুটিতে হুগলির সাহাগঞ্জের বাড়িতে এসেছিলেন। রবিবার সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে বাইকে চেপে ঘুরতে বের হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অনুরাগ বাইকে চুঁচুড়ার ময়ূরপঙ্খী ঘাটের দিক থেকে ব্যান্ডেলের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে আচমকা পিছন থেকে দু'টি বাইক এসে তাঁকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়েন ৫ থেকে ৬ জন। আহতদের ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক অনুরাগকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাজির হন হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার স্বাস্থ্য সিআইসি জয়দেব অধিকারীও। তিনি বলেন, 'বেপরোয়া গতির কারণেই দুর্ঘটনা।'

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কাউন্টডাউন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরু হয়ে গেল ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কাউন্টডাউন। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ৬ থেকে ১৩ নভেম্বর অবধি। ফি-বছরের মতো এবছরেও থাকছে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উন্নতমানের চলচ্চিত্র।* মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

এবারের ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ৬ নভেম্বর ধনধান্য অডিটোরিয়ামে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। উদ্বোধনী সিনেমা হিসেবে দেখানো হবে উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেনের কালজয়ী ছবি 'সপ্তপদী'। সেই দিন নৃত্য পরিবেশন করবেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে দেখানো হবে ছবিটি। এবছরের চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত-সহ মোট ৩৯টি দেশ থেকে বাছাই করা

২১৫টি ছবি দেখানো হবে। যার মধ্যে রয়েছে ১৮৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৩০টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। ১৮টি ভারতীয় ভাষা এবং ৩০টি বিদেশি ভাষার ছবি দেখানো হবে এই বছর। কোঙ্কনি, বোরো, তুলু, সাঁওতালি-সহ নানা উপভাষার ছবি প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি, পরিবেশ সচেতনতামূলক সিনেমার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিষয়ক মোট চারটি সিনেমা দেখানো হবে। উৎসব চলবে নন্দন-রবীন্দ্র সদন চত্বর-সহ মোট ২১টি ভেন্যুতে।

বিভিন্ন বিভাগে একাধিক ছবির প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার থাকছে। প্রতি বছরের মতো এবারও সিনে আড্ডার আয়োজন হবে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যার নাম দিয়েছেন 'গানে গানে সিনেমা'। 'চলচ্চিত্র মেলায় বিশ্ব' এই থিমেই মূলত সেজে উঠবে নন্দন-সহ অন্যান্য ভেন্যু। এবছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্‌যাপিত হবে ঋত্বিক ঘটক, গুরু দত্ত, সন্তোষ দত্ত, রাজ খোসলা, সলিল চৌধুরী ও রিচার্ড বার্টনের শতবর্ষ। বিশেষ সম্মান জানানো হবে শ্যাম বেনেগাল, ডেভিড লিঞ্চ, অরুণ রায়, রাজা মিত্র এবং শশী আনন্দকে। ঋত্বিকের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেখানো হবে তাঁর বেশ কয়েকটি ছবি। সেই তালিকায় রয়েছে 'অযান্ত্রিক', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'কোমল গান্ধার', 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এছাড়া 'শোলে'-র ৫০ বছর উপলক্ষে 'সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার' দেবেন রমেশ সিপ্পি। সমসাময়িক ১৫টি বিদেশি ছবির প্রথম প্রদর্শন হবে এই উৎসবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I, **Sanjay Ashok Kumar Sheth**, s/o Late Shri Ashok Kumar Nyal Chand Sheth, residing at 7, Paddupukar Road, 1st Floor, Kolkata - 700020, have changed my name and shall henceforth be known as **Sanjay A Sheth** as declared before the Notary Public, CJMS Court, Kolkata, West Bengal, vide affidavit no. 34/2025 dated 27.10.2025. **Sanjay Ashok Kumar Sheth** & **Sanjay A Sheth** both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, **Ruby Sanjay Sheth**, w/o Shri Sanjay A Sheth, residing at 7, Paddupukar Road, 1st Floor, Kolkata - 700020, have changed my name and shall henceforth be known as **Ruby S Sheth** as declared before the Notary Public, CJMS Court, Kolkata, West Bengal, vide affidavit no. 35/2025 dated 27.10.2025. **Ruby Sanjay Sheth** & **Ruby S Sheth** both are same and identical person

AFFIDAVIT

I, Smt. Rakhi Roy W/o. Shri Karuna Sankar Roy D/o. Shri Asoke Sengupta, R/o. Kapidanga, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. do hereby declare that after my marriage with Shri Karuna Sankar Roy at Suri, Birbhum, I have changed my name from Rakhi Sengupta to Rakhi Roy and henceforth I shall be known as Rakhi Roy in all purpose, vide an affidavit no. 6110 sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court on 17/07/2025. Rakhi Roy & Rakhi Sengupta W/o. Shri Karuna Sankar Roy D/o. Shri Asoke Sengupta both are the same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Moumita Das, D/o Prabir Das Residing at 48/2A, Shambhunath Pandit Street, VTC, Bhawanipore S.O., District Kolkata, PIN Code-700025 have changed my Father name Probir Das in my birth Certificate and shall henceforth be known as Prabir Das as declared before the Judicial Magistrate, 1st Class at Alipore vide Affidavit No. 64603 Dated 16.10.2025. Probir Das and Prabir Das both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **Prabhat Ghosh** S/O Chamatkar Ghosh residing at Vill.- Maya, P.O.- Maya, P.S.- Lalgola, Dist.- Murshidabad do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Sub Divisional Executive Magistrate (1st Class) at Berhampore dated 10.09.2025 that my correct name is Prabhat Ghosh S/O Chamatkar Ghosh and it is recorded in my Aadhar Card but in my voter card, my name has been recorded as Ghosh Chandu S/O Chamatkar. Prabhat Ghosh and Ghosh Chandu is the same and one identical person i.e. myself. Chamatkar Ghosh and Chamatkar is the same and one identical person i.e. my father.

AFFIDAVIT

I, Shampa Das, D/o Late Pranab Das, residing at Village-Bhandarpara, Kamalapur, P.S. Jagat Ballavpur, District-Howrah, Pin-711404 do hereby solemnly affirm and state that after my marriage my female child was born on 29th May, 2014. Her name has been recorded as Sharanya Senapati in her Birth Certificate. That I now desire, that my surname, i.e., Das, be recorded as my daughter's surname in all documents vide an affidavit no. 91, Dated 04.08.2025 before the Learned Judicial Magistrate, 1st Class, Howrah.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী ভোলা পাইক পিতা ৺বিমল পাইক ২০২০ সালের ১৬০৪০০০৫৪ নম্বর আমমোক্তর নামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তর হিসাবে শ্রীমতি অজান্তা পাল স্বামী-অশোক পাল, হইতে প্রাপ্ত হইয়া, মৌজা-হোগল কুড়িয়া, জে.এল. নং ৬৭, অন্তর্গত এল.আর. ১০৩৯ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল. আর. ১৫৬ নং দাগের ০৮ শতক জমি ২০২১ সালের ১৬০৪১০০৮১ নম্বর কোবালা দলিল মূলে Accipital Private Limited-কে বিক্রয় করেন যাহা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর, সোনারপুর অফিসে MN/2025/1615/47887 মূলে শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিজ্ঞপ্তী জারী হইল।

Sd/-
Asgar Ali Mallick
Advocate
Alipore Judges' Police Court
Enrollment No. - WB-490/2010

নোটিশ

আমার মক্কেল, ইএসএস ইএসএস এন্টারপ্রাইজ, এক স্বত্বাধিকারী সংস্থা, অফিস- হোল্ডিং নং ১৫, ডি এল রায় রোড, পোস্ট অফিস : এবং থানা : কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া,পিন কোড : ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, স্বত্বাধিকারী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : শ্রী শিশিরাংশু ঘোষ, পিতা প্রয়াত শিব পদ ঘোষ, নিবাস : গোলাপ খান লেন, কৃষ্ণনগর, পো এবং থানা : কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন কোড : ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত মধ্যে উন্নয়ন/নির্মাণ করতে উদ্যোগী বহুতল ভবন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্য বাস্তু জমি, পরিমাপ **৪(চার) কাঠা ০৯ (নয়) ছটাক ৩২ (বত্রিশ) বর্গফুট** কমবেশি, **আরএস/এলআর দাগ নং ২৩৪৯ (দুহাজার তিনশো উনপঞ্চাশ) আরএস খতিয়ান নং ৪১২০ এবং ৪১২২, এলআর খতিয়ান নং ২৬৫৭, ৪৩৯৩ এবং ৪৪৯৯,** অবস্থিত **মৌজা : চানক,** জেএল নং ৪, আরএস নং ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮, স্থানীয় বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০ অধীন, হোল্ডিং নং ১৭(১২/১), ১৬(১২), ১৩(১০), ১৪(১০/১), সকলই পার্ক রোড, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার বারাকপুর অধিক্ষেত্রে, থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত মধ্যে, বর্তমান মালিকের কার্যকরী সক্রিয় সাহায্য এবং সহায়তায় উক্ত সম্পত্তির। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কারও কোনও দাবি এবং/বা আপত্তি থাকলে মালিকানা সম্পর্কে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট মূল প্রামাণ্য নথি সহ সংশ্লিষ্ট দাবি এবং /বা আপত্তির বিষয়ে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে জানাতে পারেন, অন্যথায় বর্তমান মালিক ব্যতীত অন্য কারও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি নেই। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও দাবি এবং/বা আপত্তি নোটিশ প্রকাশের ১৫(পনেরো) দিন অতিক্রান্তে গ্রাহ্য হবে না।

বিধান চন্দ্র চৌধুরী (অ্যাডভোকেট)
হাই কোর্ট, কলকাতা
চেম্বার : নাটাগড় সুভাষ রোড,
বিষ্টু ভদ্র মোড়, পো : নাটাগড়, থানা : ঘোলা,
কলকাতা -৭০০১১৩, মোবাইল : ৮৯১০৫৬৬৫০৭

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৩৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে অক্টোবর, বুধবার। ১১ ই কার্তিক। শুক্লপক্ষ র অষ্টমী তিথি মুহূর্ত। জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি, ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপূণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব। স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। । বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(আজ গোপাষ্টমী উৎসব। গোগ্রাস দান। গোপ্রদক্ষীন। অতিরিক্ত বিবাহ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক ২০২৫

সাগরসমূহ একত্রিত হচ্ছে, এক মেরিটাইম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে!

রূপান্তরমূলক উদ্যোগসমূহের উদ্বোধন

লক্ষ্য মেরিটাইম অমৃত কাল ভিশন অর্জন

২.২০ লক্ষ কোটির

শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার ফ্লিট সম্প্রসারণ: ২১৬টি ভেসেল, ১০ মিলিয়ন গ্রস টনেজ, ১ লক্ষ কোটি বিনিয়োগ

দেশীয় ভেসেল আদেশ: ৪৮,০০০ কোটি (তেল ও গ্যাস পিএসইউ থেকে ৫৯টি জাহাজ সহ), ২.৮৫ এমএমএলজিটি

ভারত কন্টেইনার শিপিং লাইন: লক্ষ্য ৫১টি ভেসেল

গ্রিন টাগ প্রোগ্রাম: ১০০টি পরিবেশ-বান্ধব টাগ, ১২,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ

ড্রেজিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার আধুনিকীকরণ: ১১টি নতুন ড্রেজার, ৪,০০০ কোটি বিনিয়োগ

শ্রী নরেন্দ্র মোদী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

দ্বারা

২৯শে অক্টোবর, ২০২৫ । বোম্বে প্রদর্শনী কেন্দ্র, মুম্বাই

আইএমডব্লিউ ২০২৫ বৈশ্বিক বিনিয়োগ অংশীদারিত্বকে সক্ষম করছে

৬০০+ এমওইউ স্বাক্ষরিত ১০ লক্ষ কোটির

- ২.০ লক্ষ কোটি - বন্দর-চালিত শিল্পায়ন
- ১.৭ লক্ষ কোটি - গ্রিন ফুয়েল ও স্থায়িত্ব
- ১.৮ লক্ষ কোটি - বন্দর উন্নয়ন
- ১.৪ লক্ষ কোটি - জাহাজ নির্মাণ

জাহাজ নির্মাণে অংশীদারিত্ব

- **সিএমএ সিজিএম:** কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড-এ ভারতীয় পতাকার অধীনে ৬টি এলএনজি ডুয়াল-ফুয়েল জাহাজ
- **এইচডি কেএসওই ও কোচিন শিপইয়ার্ড জেভি:** জাহাজ নির্মাণ ব্লক নির্মাণ, ৩,৭০০ কোটি, ১২,০০০ কর্মসংস্থান
- **ডিপি ওয়ার্ল্ড ও কোচিন শিপইয়ার্ড:** জাহাজ নির্মাণ / জাহাজ মেরামত উদ্যোগ স্থাপন
- **সোয়ান ডিএইচআই ও স্যামসাং হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ:** গ্রিন ও ডিজিটাল জাহাজ নির্মাণ সহযোগিতা
- **মাজাগন ডক:** কলম্বো ডকইয়ার্ড অধিগ্রহণ

বৈশ্বিক মেরিটাইম নেতাদের কনক্লেভ-এ নীতিনির্ধারক ও শিল্পপতিদের যোগদান

৫০০+ প্রদর্শক | **৮৫+** দেশ | **৩৫০+** বৈশ্বিক বক্তা

বৈশ্বিক সিইও গোলটেবিল কৌশলগত সংলাপ যাতে শীর্ষ বৈশ্বিক শিপিং ও লজিস্টিকস সংস্থাগুলির সিইওরা উপস্থিত

মূল সুবিধাগুলি

- **নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি**
  - ভারতীয় পতাকার অধীনে জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি
  - জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামত ক্লাস্টারগুলির উন্নয়ন
- **বন্দর সংযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি**
- **সবুজ শক্তি ও টেকসই উন্নয়নের প্রচার**
- **স্বদেশী জাহাজ নির্মাণ সক্ষমতা প্রচার**
- **উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা**

অংশীদার দেশসমূহ

ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া

অংশীদার রাজ্যসমূহ

• গুজরাট • মহারাষ্ট্র • গোয়া • কর্নাটক • কেরালা • তামিলনাড়ু • অন্ধ্র প্রদেশ • ওড়িশা • উত্তর প্রদেশ • আসাম

গৌরবময় উপস্থিতি

শ্রী আচার্য দেবব্রত
রাজ্যপাল, মহারাষ্ট্র

শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস
মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ

শ্রী শান্তনু ঠাকুর
প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ

শ্রী কীর্তিবর্ধন সিং
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, এমইএ

শ্রী একনাথ শিন্ডে
উপ-মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

শ্রী অজিত পাওয়ার
উপ-মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র

ShipminIndia | Shipmin_India | Sagarmala Project | Sagarmala.gov.in / shipmin.gov.in | For more info visit **www.imw.org.in** | LIVE STREAM *Watch live telecast on DD News*

সম্পাদকীয়

ভোটার তালিকায় এসআইআর, এত তাড়াহুড়ো কেন?

১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের কোথাও কি বলা আছে যে পাঁচ বা দশ কিংবা কত বছর পর পর রাজ্য জুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ভোটার তালিকার 'বিশেষ সংশোধন' কর্মসূচি পালন করতেই হবে তা নাহলে নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে করা যাবে না। বরং বলা আছে রাজ্য বা দেশ জুড়ে যদি সাধারণ নিয়মে সংশোধনী না হয়, তাহলেও নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে হবে। তাহলে 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' বিষয়টির অর্থ কী বা সেটি নতুন কোন মাত্রা তৈরি করছে? ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ২১-এর যে তিনটি উপধারা আছে তার তিন নম্বর উপধারাতে শুধুমাত্র 'বিশেষ সংশোধনী' করার কথা বলা আছে। কোথাও নিবিড় কথাটির উল্লেখ নেই। বরং উপধারাতে স্পষ্ট বলা আছে, বিশেষ সংশোধনী শুধুমাত্র একটি কেন্দ্রে বা সেই কেন্দ্রের অংশে হতে পারে, সমগ্র রাজ্যে নয়। তার মানে কী নির্বাচন কমিশন জেনে বুঝে সংবিধান বিকৃত করছে অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য বা সবার্থেই করছে এবং শাসক দলের অ্যাজেন্ডা পূরণের কারণে সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত পথেই করছে? ২০০২ সালে নিবিড় সংশোধনের জন্য ৮ মাস সময় লেগেছিল। তাহলে এবার কেন এত তাড়াহুড়ো? কমিশন বলছে, বিদেশিদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া তাদের 'সাংবিধানিক দায়িত্ব'। এছাড়া পরিযায়ী হিসেবে বা নানা কারণে অন্য রাজ্যে গিয়ে যারা সেখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে, তাদের নামও দু'জায়গায় থাকা উচিত নয়। তাই অন্য রাজ্যের ভোটার ও মৃত ব্যক্তিদের নামও বাদ দিতে এই সংশোধন জরুরি। কিন্তু কমিশন বলছে, আধার কার্ড, রেশন কার্ড এমনকি তাদের দেওয়া ভোটার আইডি কার্ড প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রশ্ন, নাগরিকত্বের নির্ণায়ক মানদণ্ড ঠিক করাটা নির্বাচন কমিশনের কাজ? তার কাজ আধার কার্ড, রেশন কার্ড ও সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র সহ নির্ধারিত ১১টি নথির যে কোনওটির দ্বারা ভোটারের পরিচিতি যাচাই করা, নির্ভুল তালিকা তৈরি করা এবং সেই তালিকার ভিত্তিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করা। তাঁরা বরং শুধু সেটাই করুন।

শব্দবাণ-৪২৭

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ঘোড়া, অশ্ব ৩. নথিপত্রের তাড়া ৪. পরিবেশন ৬. নাকারাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৯. সূর্য ১০. রম্য রচনা ও উপন্যাসের মিশ্র সাহিত্যরূপ বা উক্ত ধরনের রচনা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. উপমা, সাদৃশ্য ২. দেবালয় ৩. দারুণ ভালো ৫. এক সামুদ্রিক মাছ ৭. কর্মকার ৮. ইঙ্গিত, সংকেত।

সমাধান: শব্দবাণ-৪২৬

পাশাপাশি: ২. অধোবদন ৫. গপ্পে ৬. বদ ৭. ঘোর ৮. মর্ত ১০. নদীকল্লোল।

উপর-নীচ: ১. খেদ ২. অনুবর্তন ৩. বর্ষা ৪. নগরপাল ৯. ডাক ১১. দীপ্র।

জন্মদিন

আজকের দিন

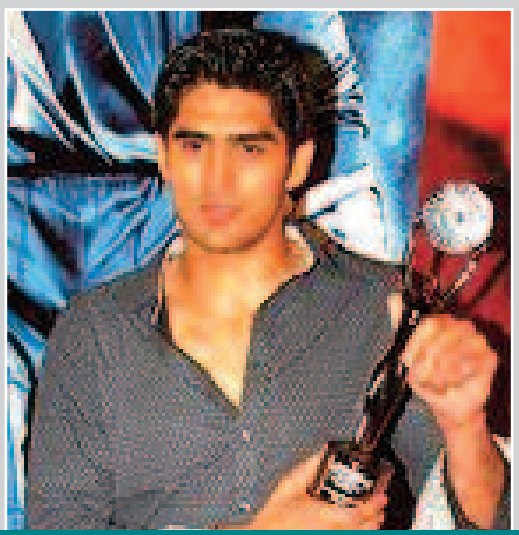

বিজেন্দ্র সিং

১৯৮৫ বিশিষ্ট মুষ্টিযোদ্ধা বিজেন্দ্র সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৮৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বরুণ অ্যারনের জন্মদিন।
১৯৯৬ বিশিষ্ট অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের জন্মদিন।

বাঙালির বিবেক আজও ঘুমোয় পুলিশ-প্রশাসনের হয়রানির ভয়ে

নির্মল বিশ্বাস

ভারতীয় সংবিধানে নথিভুক্ত প্রতিটি আইনের নিজস্ব ভাষা আছে এবং তার নিজস্ব ব্যাখ্যাও আছে। এই আইন যখন তখন ইচ্ছেমতো পরিবর্তনও করা যায় না, আবার তেমনই ইচ্ছেমতো নতুন আইন তৈরি করাও যায় না। তেমনই সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় না। এই আইনের রক্ষক হলেন পুলিশ। আর এই পুলিশের কর্তব্য জনগণের নিরাপত্তা দেওয়া বা বিপদ থেকে রক্ষা করা। মূল কথা, রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পুলিশের। সেই কবে ছোটবেলায় পাঠ্য বইয়ে পড়েছি — 'পুশিল হল সমাজের বন্ধু।'

আনুমানিক সময়টা বছর পনেরো-যোল আগের হবে। যখন দেখি, অতি সাধারণ বিচারবোধে পার্কসার্কাস অঞ্চলের প্রাপ্তবয়স্ক দু'জন নর-নারী আইনের পথে পরস্পরকে ভালোবেসে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের আইন, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারটুকু তাঁদের প্রাপ্য ছিল। অথচ আইনের রক্ষকরা সেটুকুও মানতে নারাজ। পুলিশকর্তা ওই দু'জনের জীবনের ঠেকা নিয়ে নিলেন। এবং তিনি আবারও সদম্ভে ঘোষণা করলেন, 'যা করেছেন, বেশ করেছেন। প্রয়োজনে আবারও করবেন।'

এ প্রসঙ্গে বলতে দ্বিধা নেই — পুলিশের ভূমিকা কি উঁচুতলার মানুষদের সেবা করা? পুলিশের দায়িত্ব কি শুধুই দেশীয় নেতা-নেত্রীদের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা দেওয়া? সে জন্য এক সময় আদালতও এ প্রসঙ্গে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। পুলিশ বিভাগকে যাঁরা পরিচালনা করেন, তিনি যেকোনও দলের হোক না কেন, সেই রাজনীতিবিদরা সেদিন কিছুই বললেন না। কেন তিনি বললেন না? সেদিন তাঁদের কি কোনও দায়িত্ব ছিল না? হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল। তাঁদের দায়িত্ব ছিল, নিশ্চয়ই হয়তো পুলিশকে বাঁচানো। কেন না, পুলিশের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রশ্নটা জড়িত ছিল।

আমরা দেখেছি, বেশ কিছুকাল পূর্বে প্রকাশ্য দিবালোকে বি-বা-দি বাগের মতো জনবহুল এলাকায় এক যুবতীকে শ্লীলতাহানি করে দুষ্কৃতীরা। অথচ, প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ নিজের দায় এড়িয়ে নিরপেক্ষ দর্শকের মতো দেখলেন।

কেউই প্রতিবাদ করতে সামনে এগিয়ে এলেন না। আমরা সকলেই জানি, 'নারী ধর্ষিতা হন পুরুষ কর্তৃক।' তাহলে, এর জন্য সমস্ত পুরুষ সমাজকে কাঠগড়ায় তোলাও ঠিক নয়। কারণ, দুষ্কর্মের কখনও লিঙ্গভেদ হয় না। দুর্বৃত্তরা চিরকালই অপরাধী। এই ঘটনায় পুরুষ সমাজ যেমন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন, তেমনই সেখানে সেদিন কোনও নারীকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। তারও একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, ঘটনার পরবর্তী ধাপ, তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবেন? দ্বিতীয়ত, পুলিশের কাছে নিগৃহীতাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে কখনও কখনও পুলিশও যথাযথ ভূমিকা পালন করেন না। নানা টালবাহানা করেন, কখনও কখনও এলাকাটা তাঁদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে কি না তা নিয়ে।

এই তো বছর কয়েক আগের ঘটনা, কলকাতার পার্কসার্কাস গামী ফ্লাইওভারের ওপর দু'জন বাইক আরোহী যুবকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। সেদিন পুলিশের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ খবর পৌঁছে দিলেও সামান্য দূরে 'ট্রাম' গাড়ির দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীটি তার ডিউটি ছেড়ে দুর্ঘটনাস্থলে গেলেন না। পুলিশ যখন পৌঁছলো, তখন সব শেষ। অথচ সেদিন যদি হেলদোল না করে তৎক্ষণাৎ আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করলে তবে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত না।

বাঙালির জীবনে আরও একটি 'কালা দিবস'। ঘটনা ঘটেছিল কলকাতার আমরি হাসপাতালে। আমেরিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে অসহায় রোগীর বাঁচার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করছিল। তখন এলাকার বস্তিবাসী মানুষেরা নিঃস্বার্থভাবে মরণাপন্ন রোগীদের উদ্ধারে এগিয়ে এসেছিল, হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী আর পুলিশ সমবেতভাবে উদ্ধার কাজে বাধা দিয়েছিলেন। সেদিন পুলিশ যদি পূর্বেই স্থানীয় বস্তিবাসীদের সহযোগিতা করতেন, তাহলে অতগুলি মানুষের জীবন অকালে শেষ হয়ে যেত না।

আমরা দেখেছি, পুলিশ গুলি চালায় রেশন ব্যবস্থার নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সাধারণ মানুষের ওপর। বিগত বছরগুলোতে কত মানুষ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন নদিয়া, বর্ধমান ও বীরভূমে। তারও আগে মেদিনীপুর এবং উত্তরবঙ্গে। পুলিশ প্রাণ কেড়েছে নন্দীগ্রামে ও নেতাই-এর ঘটনায়। আরও অনেক জায়গায়। পুলিশ হামলা চালায় রাতের অন্ধকারে কলেজ পড়ুয়াদের ওপর।

শত শত নিরাপরাধ মানুষকে গ্রেফতার, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, অথবা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে বিব্রত করার মতো যাবতীয় বে-আইনি কাজে লিপ্ত থাকেন পুলিশ। আবার এই পুলিশই সরকারি অস্ত্রভাণ্ডার থেকে বন্দুকের টোটা চুরি করে দুষ্কৃতীদের কাছে বিক্রি করার মতো অপরাধও করেছেন। তবে ঘুষ নেওয়াটা তেমন অপরাধ কিনা আমাদের জানা নেই। দমদম জি আর পি-র এক তরুণ অফিসারের মৃত্যুর পেছনে তারই ডিপার্টমেন্টের এক সহকর্মীর বিরাট ভূমিকা ছিল যা ইতিমধ্যেইই প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা যায়, এক পুলিশের মৃত্যুর জন্য দায়ি অন্য এক পুলিশ।

মানবিক মুখের পুলিশ কর্মীর খুবই অভাব হয়ে পড়েছে। যদি নিগৃহীতা নারী থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে কখনো কখনো পুলিশ কর্তৃক পুনঃনিগৃহীতা হন সেই নারী। তা কখনো শারীরিক বা মানসিক হতে পারে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা, আইনের রক্ষক পুলিশই তাঁর সহকর্মী মহিলা পুলিশকর্মীকে কু-প্রস্তাব বা কু-ইঙ্গিত দিয়ে উত্তক্ত করেন। কখন বা মোবাইলে অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠিয়ে বিব্রত করেন। হাতে গোনা কয়েকজন পুলিশকর্মীর অপকর্মের দায়ভার বহন করতে হয় সমগ্র পুলিশ বিভাগকেই।

একদা উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাতের রাজীবকে তার দিদির সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল। একেবারেই কাছেই জেলা শাসকের বাংলো থাকা সত্ত্বেও দিদি রিঙ্কু দাস নিজের ভাইকে বাঁচানোর সহযোগিতাটুকু পাননি। প্রকাশ্য রাজপথে শ্লীলতাহানির ঘটনা মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন এ ঘটনার বহুবার প্রমাণ পেয়েছি। এক সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এদেশে পুলিশবাহিনী গড়েছিলেন ব্রিটিশরা, তাঁদের নিজেদের স্বার্থে। তাঁরা পুলিশকে কখনও শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলেননি। তাঁদের জন্য ছিল উত্তম বেতন, আরামদায়ক খানাপিনা ও সুন্দর বাসস্থান। এছাড়া ঠাকুর-চাকর- বাবুর্চির ছিল এলাহি বন্দোবস্ত। তখনকার সময় নিচুতলার পুলিশ বলতে বোঝাতো থানার দারোগা ও কনেস্টবল। এরা সকলেই ছিল এদেশের 'নেটিভ'। ধান্দা করে আয় উপার্জনের পথ করে দিয়েছিলেন। তবে উপরি পাওনার লোভে পুলিশ কখনওই শৃঙ্খলাপরায়ণ বাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠেনি।

আজকের যুগে পুলিশের কথা বলতেই আমাদের চোখের সামনে আয়নার মতো ভেসে ওঠে বিশাল বপু, মস্ত ভুঁড়ি, অজানা কারণে হাতদুটো সদা ব্যস্ত। এমনই সব পরিচিত মুখের ছবি। এক সময়ের ইংরেজি সিনেমার চার্লি চ্যাপলিনের মতো গায়ে খাকি জামা- পরনে খাকি প্যান্ট। কোমরের বের থেকে প্যান্ট ক্রমশই নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। ভুঁড়ির কারণে যা কোমরে মোটা চওড়া বেল্ট বেঁধেও ধরে রাখা যাচ্ছে না।

ব্রিটিশরা এদেশ থেকে চলে গেছে আজ থেকে ৭৮ বছর আগে। কিন্তু এদেশীয় শাসকরা পুলিশের চরিত্র বদলের খুব একটা উৎসাহ দেখাননি কখনও। একথা ঠিক যে, পুলিশ তো আর অন্য কোনও গ্রহের জীব নয়। সে তো রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে, চিরাচরিত শাসন ব্যবস্থাকে রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায় তাঁদের ওপর। সে ভাবেই তাঁদেরকে প্রশিক্ষিত করা হয়। অথচ এ রাজ্যের পুলিশ রাজনৈতিক নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে কোনও একটি বিশেষ ধর্মীয় ধারাকে প্রকাশ্যে অনুসরণ করে চলেছে। তাঁদের কর্তব্য ও অবস্থান হওয়া উচিত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ নীতি পালন।

এ রাজ্যের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও ভয়ানক দারিদ্রের শিকার। আর তাঁদের সঙ্গী দরিদ্র আদিবাসী, নিম্নবর্গীয় হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্মীয় সাধারণ মানুষ। যাঁরা দিন-মজুর খেটে খান। পুলিশের গুলি তো তাঁদের বুক ভেদ করে। নেতারাই তাঁদের এগিয়ে দেন সামনের সারিতে। নেতারা কখনও পুলিশের শিকার হন না। কারণ, জন্মসূত্রে তাঁরা শাসক শ্রেণির অংশ।

তবে কখনও কখনও পুলিশও মানবিক মুখ নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাদের ওপর ঈশ্বরের নির্দেশস্বরূপ রাজনৈতিক কেষ্ট বিষ্টুর লাল চোখ থাকা সত্ত্বেও একাধিক জটিল অপরাধের পর্দা ফাঁস করেন। বহুকাল আগে পুলিশের যথাযথ ভূমিকাতেই দমদমের সজল বারুই ধরা পরে। এভাবেই মানবিক মুখ নিয়েই পুলিশ অফিসার বাপী সেনকে ইভটিজারদের প্রতিবাদ করে প্রাণটাও দিতে হয়েছিল।

সারারণ মানুষ বনাম রাজনৈতিক নেতা সমাজের চিরাচরিত দ্বন্দ্বটাকে সমাধিত না করে পুলিশকে আরও একটু মানবিক হতে হবে। সিনেমার পর্দায় বারবার দেখেছি নেতা পুলিশের বন্ধুত্ব। এটা কখনই সমাজের মুখ হতে পারে না। এটা উপদেশ নয়, এর অর্থ জনগণকে বিভ্রান্ত করা। এই ঘনীভূত অসন্তোষকে দমন করার জন্য এই পুলিশকে আরও নিষ্ঠুরভাবে প্রস্তুত হতে হবে। গণতান্ত্রিক মনকে এই সহজ সত্যটি বোঝাতে হবে। যাতে সত্যসত্যই ছেলেবেলায় বইতে পড়া মানুষের প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠতে পারে পুলিশ।

অন্নদাশঙ্কর রায়: কালোত্তীর্ণ এক মানবিক লেখক

এস ডি সুব্রত

'তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?' (খুকি ও খোকা - অন্নদাশঙ্কর রায়)

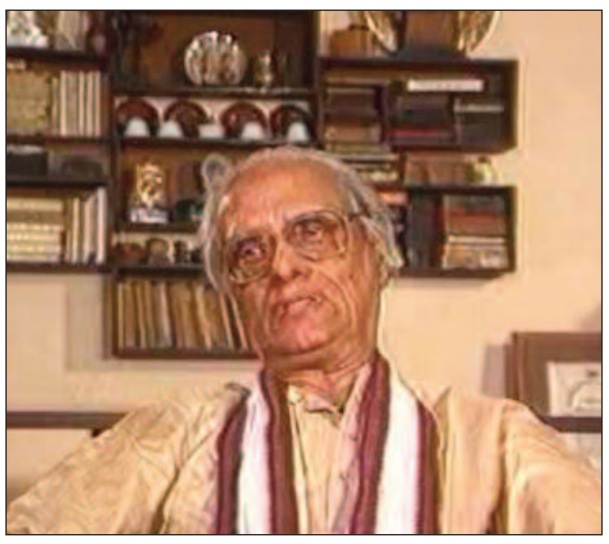

অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করতেন দেশ স্বাধীন করাই শেষ কথা নয়। তিনি সংস্কৃতির মন ও মননের অনুপম ভালোবাসায় সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশলে কালোত্তীর্ণ এক মানবিক লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়। এমন মানুষের মৃত্যু নেই। তিনি পাঠকের সঙ্গে রয়েছেন, রয়েছেন পাঠকের মনোজগত যা তাকে টিকিয়ে রেখেছে সগৌরবে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সৃষ্টিসম্ভার বৈচিত্র্যময় ও বিপুল। তিনি সমানতালে করাত চালিয়েছেন। শিল্প, সাহিত্য, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, স্মৃতিস্মরণে সমান গতিতে তিনি পারঙ্গম। যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানেই সাহিত্যের মাঠে সোনা ফলিয়েছেন অনায়াসে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মানসজগৎ স্বতন্ত্র। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এ দু'ধারা থেকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আধুনিকতা ও ঐতিহ্যকে একসুঁতোয় বাঁধতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ঋদ্ধ মননের অধিকারী। ব্রিটিশ ভারতে বর্তমান উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলে ১৯০৪ সালে জন্ম অন্নদা শঙ্কর রায়ের। পিতা ছিলেন ঢেঙ্কানল রাজস্টেটের কর্মী নিমাইচরণ রায় এবং তার মাতা ছিলেন কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের কন্যা হেমনলিনী। ছোটবেলায় ঢেঙ্কানলে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায় তৎকালীন পূর্ব বাংলার গ্রামচিত্র উঠে এসেছে। তিনি যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, কেও যদি কেবল শহরগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখত তাহলে তার মনে ধারণা জন্মাত যে বাংলাদেশ একটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ। কিন্তু একটু কষ্ট করে গ্রামগুলোর মাটি মাড়ালেই সেই ধারণা ধূলিসাৎ হতো। অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ গ্রাম ছিল মুসলিমপ্রধান।

তিনি আরও লিখছেন, যেখানে শতকরা নব্বই জন চাষি মুসলমান সেখানে শতকরা নব্বই ভাগ জমির মালিক হিন্দু। খ জমি থেকেই বাংলার হিন্দু মুসলমানদের সংঘর্ষ। তিনি মন্তব্য করেন-যেটা আসলে জমিঘটিত সেটাই ধর্মঘটিত হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ অন্নদাশঙ্কর রায় মেনে নিতে পারেননি। তার সাহিত্য চর্চায় দেশভাগের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ফুটে উঠেছে। তিনি সংস্কৃতির বিবর্তন গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, ''আমরা ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছি যে দেশকে স্বাধীন করাটাই যথেষ্ট নয়, দেশের মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, কাজ করতে ও নির্মাণ করতে শেখাতে হবে। পশ্চিমের সঙ্গে আধুনিকের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ঐতিহ্যের অন্বয় রক্ষা করতে হবে। লোক সংস্কৃতির সঙ্গে জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। তিনি ওপার বাংলার সঙ্গে পা ও মন মিলিয়ে চলার ওপর জোর দিয়েছেন। মানুষে মানুষে ঐক্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পথে প্রবাসে গ্রন্থে লিখেছেন- ''যেদিন আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলুম সেদিন শুধু দেশ দেখতে যাইনি। গেছলুম মানুষকেও দেখতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতাতে। দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের চেয়ে দেশের মানুষ সুন্দর। মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, ভূষা সুন্দর দেশ দেখতে ভালো লাগে না, যদি দেশের মানুষকে ভালো না লাগে। ... যে দেশে যাও সেদেশে দেখবে মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নেই, মানুষের সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগে বুঝি বাকী সব সুন্দর হয়েছে।" দেশ-ভূগোলের নামে মানুষের বিভক্তি অন্নদাশঙ্কর রায়কে ক্ষুব্ধ করেছে। অন্নদাশঙ্করের চিন্তার কেন্দ্রে ছিল আবহমান বাংলার সংস্কৃতি। তিনি বাংলা সংস্কৃতির সারবত্তা সিঞ্চনে ব্যাপ্ত ছিলেন আজীবন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ আজকের বাংলাদেশ তাঁর সাহিত্যচর্চার মূল খেত। তাঁর স্মৃতি, রচনায় বারবার ওঠে এসেছে পূর্ব বাংলার মানসচরিত। অন্নদাশঙ্কর রায় তার 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি'-তে লিখেছেন, ''প্রথম বয়সেই আমাকে এমন কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিতে হয় যার ফলে আমার বাকি জীবনটাই যাই বদলে। বি-এ পাশ করার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই আই-সি-এস পরীক্ষায় বসবো ও সফল হলে বিলেত যাব। তার বছরখানেক বাদে সিদ্ধান্ত নিই যে সাহিত্য সৃষ্টির কাজ শুধু বাংলাতে করব। ইংরেজিতেও না। ওড়িয়াতেও না। তার পরের বছর সিদ্ধান্ত নেই যে আমি কোন প্রদেশে নিযুক্ত হতে চাই জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তর দেব তখনকার দিনের বাংলাদেশ। ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে নয়।ক্ষ্ম শান্তিনিকেতনে সরাসরি সাক্ষাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্নদাশঙ্কর রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, '' তুমি বাংলাদেশ বেছে নিলে কেন'?'। তিনি উত্তর বলেছিলেন, ''আমি বাংলাসাহিত্যের লেখক। তাই বাংলাদেশ আমার প্রকৃত স্থান। '' অন্নদাশঙ্কর রায়ের এ স্বীকারোক্তি তাঁর স্থান ও ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। তার জীবনবোধ বাংলার মাটি ও ভাষায় প্রোথিত। তিনি আরও বলেন, দেশ দেখা কেবল প্রকৃতিকে দেখা নয়, মানুষকেও দেখা।. . .আমি যাদের কথা লেখি তারা ব্যক্তি। তিনি পূর্ববাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। নওগাঁয় অবস্থানকালীন অন্নদাশঙ্কর রায় পূর্ব বাংলার মাটি, মানুষ, নদী ও প্রকৃতির প্রেমে পড়েন। যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তবঙ্গের স্মৃতি' তে তিনি উল্লেখ করেছেন- নওগাঁ মহকুমা সৃষ্টির মূলে গাঁজার চাষ। নওগাঁর যে পাড়াটি গাঁজা কালটিভেটার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তুলেছে সেটি একটি ছোটখাটো টাউনশীপ। তাঁর এই প্রেম আরও প্রগাঢ় হয় কুষ্টিয়ায় মহকুমা হাকিমের দায়িত্ব পালনের সময়। 'জীবন যৌবন' গ্রন্থে তিনি লেখেন- ''আমরা কুষ্টিয়ায় যত সুখী ছিলুম আর কোথাও অত সুখী ছিলুম না। আমি তো ভেবেছিলুম অকালে অবসর নিয়ে কুষ্টিয়াতেই বসবাস করব। সেই মহকুমাতেই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ আর লালন ফকিরের ছেঁউড়িয়া। তিনি এসময় লালনের ওপর বড় ধরনের কাজ করেন। তিনি বলেন, আমার মতে রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়াই হচ্ছে সারা বাংলার হৃদয় ভূমি।"

তিনি আরও লিখেছে আইসিএস নিযুক্তির পর এক এক করে অনেকগুলি জেলায় কাজ শিখি ও কাজ করি। মুর্শিদাবাদ। হুগলি। বাঁকুড়া। রাজশাহী। চট্টগ্রাম। ঢাকা। আবার বাঁকুড়া। নদীয়া। আবার রাজশাহী। আবার চট্টগ্রাম। ত্রিপুরা। মেদিনীপুর। আবার বাঁকুড়া। আবার নদীয়া। বীরভূম। ময়মনসিংহ। হাওড়া। এখানে অবিভক্ত বাংলায় ছেদ। অতঃপর কলকাতা। আবার মুর্শিদাবাদ। আবার কলকাতা। এখানে চাকরিতে শেষ। বাংলার রেনেসাঁসের শেষ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত অন্নদাশঙ্কর রায়। তার সাহিত্য সাধনায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি বাংলার রেনেসাঁস গ্রন্থে, রেনেসাঁস শব্দটি দারুণভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন- ''রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ হলো দিব্য চেতনার পরিবর্তে মানবিক চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক বা অলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আপ্তবাক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথরিটির পরিবর্তে লিবার্টি।ক্ষ্ম অন্নদাশঙ্কর গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভূমিকা রেখেছেন। ছড়া, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী মিলিয়ে তার গ্রন্থের সংখ্যা বাংলা ১২৩, ইংরেজী ৯ এবং ওড়িয়া ভাষায় ৩। তার প্রথম উপন্যাস 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৩০), প্রথম কবিতার বই 'রাখী' (১৯২৯), প্রথম ছড়ার বই 'ইড়কি ধানের মুড়কি' (১৯৪২), ছোটদের বই 'রাঙা ধানের খই' (১৯৫০), প্রথম গল্পগ্রন্থ 'প্রকৃতির পরিহাস' (১৯৩১), প্রথম কাব্য নাটক 'রাতের অতিথি' (১৯৫৪), প্রথম ভ্রমণ কাহিনী 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১)। তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন যেমনত্তসমাজ সংস্কৃতির সঙ্কট নিয়ে, তেমনি লিখেছেন রাজনৈতিক বিষয়-আশয় নিয়ে। শিল্পীর স্বাধীনতা ও নন্দনতত্ত্বের জটিল জিজ্ঞাসা নিয়ে লিখেছেন। মিল্টন, ভলতেয়ার, রুশো, রমা রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, টলস্টয়, বঙ্গবন্ধু, নজরুলকে নিয়েও লিখেছেন। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে- উপন্যাস সত্যাসত্য (৬টি উপন্যাস), অসমাপিকা, পুতুল নিয়ে খেলা, না ও কন্যা। প্রবন্ধ তারুণ্য, আমরা, জীবনশিল্পী, জীয়নকাঠি, দেশকালপাত্র, প্রত্যয়, নতুন করে বাঁচা ও আধুনিকতা। আত্মজীবনী বিনুর বই, ও জাপানে। ছোটগল্প দু কান কাটা, হাসন সখী, মন পাহন ও গল্প। অন্নদাশঙ্কর একজন মানবতা বাদী লেখক। তাঁর কাছে মানুষের পরিচয় শুধু মানুষ হিসাবে। ছেলেবেলার স্মৃতিতে তিনি বলেছেন,;'এক পুরাতন শক্ত পরিবারে আমার জন্ম। আমার বয়স যখন সাত কি আট বছর বয়স তখন আমার মা, বাবা, বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর থেকে আমি বৈষ্ণব ঐতিহ্যে মানুষ, কিন্তু আমাদের বাড়ির পেছনেই বাস করতেন এক ঘর মুসলমান, পাড়াতেই এক ঘর খ্রাষ্টান ও এক ঘর ব্রাহ্মণ। এছাড়া প্রায়ই আমাদের বাড়িতে বাবা ও কাকাদের নানা সম্প্রদায়ের বন্ধুবান্ধব আসতেন। আমার সবচেয়ে ছেলেবেলার ফটো যার কোলে বসে তোলা, তিনি আমাদের পাঠান মাষ্টার। পারিবারিক গ্রুপ ফটোতে তাঁরও স্থান। বাড়িতে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বাইবেলও ছিল। ছেলেবেলায় আমার কাকা আমাকে চার্চেও নিয়ে গেছেন। সেখানে আমি চোখ বুঁজে উপাসনাও করেছি, মন্ত্রপূত বুটিজস লও মুখে দিয়েছি। আমাদের বাড়িতে বাবাজী মাতাজীরা যেমন আসতেন, তেমনি আসতেন ফকির, যোগী ও কত রকম লৌকিক ধর্মের সাধু-সন্ত। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারি যে মানুষকে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান বলে বোঝান যায় না'।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই-এর ভাইপো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ২০২০ সালে কাঁকসার আমলাজোড়া এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা সহদেব ঘড়ুই-এর বিরুদ্ধে দলেরই কর্মীর এক নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। সহদেব ঘড়ুই দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের ভাইপো। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কাঁকসা থানায় নাবালিকার পরিবার অভিযোগ দায়ের করতে পৌঁছাতেই, খবর পেয়ে অভিযুক্ত সহদেব এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। কাঁকসা থানার পুলিশ তার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও কোনো খোঁজ পায় নি। বারংবার পুলিশের পক্ষ থেকে বাড়িতে আদালতের নির্দেশ নামা পাঠানোর পরেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দীর্ঘদিন ফেরার থাকার পর গত দু'দিন আগে কাঁকসার রাজবাঁধে একজনের বাড়িতে আসে সহদেব। মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণ করতে রাস্তায় বেরোলে রাজবাঁধের ক্যানেল পাড় এলাকায় স্থানীয় কয়েকজন তাকে দেখে চিনতে পারেন। এরপরেই কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। আদালতের বিচারক তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, ধৃতের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করা এবং তা মোবাইলে ভিডিও করে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বারবার ধর্ষণ করার মতো অভিযোগ রয়েছে। পক্স আইনে মামলা রুজু করে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেও তার কোনও হদিস পাচ্ছিল না। এদিকে আদালত থেকে তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। অবশেষে পুলিশ তার সন্ধান পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানিয়েছেন, 'আইন আইনের মত কাজ করবে, এটাই সবাই চাইছে। আমরাও তাই চাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শাসকের আইন চলছে। তাই আইন রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের এবং তার উপরে রয়েছে পুলিশ মন্ত্রী। অপরাধীদের ধরার কাজ হল পুলিশের। ২০২০ সাল থেকে ২০২৫ সাল সময় লাগলো একজন দোষিকে গ্রেপ্তার করতে, এটা পুলিশের ব্যর্থতা।' তৃণমূল নেতা দেবদাস বক্সী জানিয়েছেন, '২০২০ সালে নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার তার কাছে এসে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, সহদেব ঘড়ুই ভয় দেখিয়ে তার মেয়েকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে। মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তারা মেয়েকে চেপে ধরতে পুরো ঘটনা জানতে পারে। এরপরই নির্যাতিতার বাবা-মা যেহেতু বিজেপি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা তাদের দলের নেতৃত্বের কাছে বিষয়টি জানান। সেই সময় তাদের সাহায্য করার বদলে নানানভাবে ভয় দেখানো হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে তারা তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য চান। সেই মতো নির্যাতিতার মা-বাবা আমার কাছে আসলে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে তৎক্ষণাৎ কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হই। ঘটনার খবর পাওয়ার পরই কাঁকসা থানার পুলিশ পক্স আইনে মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।'

এই বিষয়ে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা সহদেবের কাকা লক্ষ্মণ ঘড়ুই এই প্রসঙ্গে বলেন, 'যে অন্যায় করেছে তাকে শাস্তি পেতে হবে, আইন আইনের পথে চলবে। দীর্ঘদিন ধরে সহদেব আলাদা বাড়িতে বসবাস করে। সহদেব ঘড়ুহ বহুদিন অসুস্থ, মুম্বাইয়ে তার চিকিৎসা চলছে, বাড়িতে থেকে সে তার ব্যবসার কাজ চালাচ্ছিল। তবে পুলিশ কেন তাকে এতদিন গ্রেপ্তার করেনি সেটা পুলিশ বলতে পারবে।'

যদিও এই বিষয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ অবশেষে বিজেপির বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপো সহদেব ঘড়ুকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। সে নাকি ত্রিপুরায় গা ঢাকা দিয়েছিল এতদিন।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে শুভেন্দু অধিকারী দুর্গাপুরে এসে ধরনা মঞ্চ করে আন্দোলন করছিলেন। এবার তাকে দুর্গাপুরে আসার জন্য আহ্বান জানাই। দুর্গাপুরে এসে তিনি যাতে এই ঘটনায় ধরনায় বসেন, তার ধরনায় বসার জন্য মঞ্চ তৃণমূল করে দেবে। সেই ধরনা মঞ্চে শুভেন্দু অধিকারীকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আমরা।' এছাড়াও যারা ধর্ষণের ঘটনায় রাত জাগার কথা বলেন তাদেরও এই ধরনা মঞ্চে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পালটা এই বিষয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'আইন আইনের পথে চলবে।'

দুর্গাপুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে স্বপ্ন উড়ানের ছয় বছরের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তিনি মঞ্চে উঠতেই বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা তাঁর হাতে তরোয়াল ও ত্রিশূল তুলে দেন। তারপরেই তিনি এসআইআর ইস্যু নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলেন, 'সঠিকভাবে এসআইআর হলে অনেকেই প্রাক্তন হয়ে যাবেন।' তারপরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, 'মা কালীকে উনি প্রিজন ভ্যানে তুলেছেন। আর ভাতা, ভিক্ষাতে তিনি চটকদারির রাজনীতি করেন। কারণ উনি জানেন ওনার সঙ্গে সলিড ৩৫ শতাংশ ভোট রয়েছে। আরও ১০ শতাংশ ছুঁড়ে দেন। তারপর ছাপ্পা তো আছেই।'

তবে নাবালিকাকে ধর্ষণ-কাণ্ডে বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের ভাইপো সহদেব ঘড়ুই গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে শুভেন্দু

অধিকারী বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি করলে নানান ভাবে ফাঁসানো হয়। লক্ষ্মণ ঘোড়ুই একজন প্রতিষ্ঠিত বিজেপি নেতা। ওনার পরিবারের কাউকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হলে, পুরো বিজেপি পরিবার ওনার পাশে থাকবে। আইন আইনের পথে চলবে। ওনার পরিবার সঠিকভাবে আইনি লড়াই করে নিতে পারবেন এটা আমি বিশ্বাস করি।'

বিশ্বের সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী

পুজো শুরুর আগেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিশালাকৃতির মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: ট্যাগ লাইন ছিল বিশ্বের সবথেকে বড় জগদ্ধাত্রী। কিন্তু পুজো শুরুর মুখেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিশালাকার মণ্ডপ। উল্টে গেল বিশালাকৃতির প্রতিমাও। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বর্তমানে তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা চন্দননগরের কানাইলাল পল্লিতে।

সূত্রের খবর, এবারের পুজোয় দর্শনার্থীদের বড় চমক দিতে প্রায় ৭০ ফুটের পুজো মণ্ডপ তৈরি করেছিল কানাইলাল পল্লি। মণ্ডপের সামনে ফাইবারের জগদ্ধাত্রী তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশি উচ্চতা হওয়ায় হালকা হাওয়াতেই সবটাই উল্টে যায়। রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। সূত্রের খবর, যে সময় এই ঘটনা ঘটে, সেই সময় বেশ কয়েকজন দর্শনার্থী ছিলেন মণ্ডপের ভিতরে। মুহূর্তেই জানা যায়, দু'জন আহত হয়েছেন। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার খবর মেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। ততক্ষণে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উদ্ধার কাজে হাত লাগান ক্লাবের সদস্যরাও। পুলিশ এসেও উদ্ধার কাজ শুরু করে। মণ্ডপের নিচে কেউ চাপা পড়ে আছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহতদের দ্রুত চন্দননগর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চলছে চিকিৎসা। ঘটনাস্থলে আসেন চন্দননগর পুলিশের কমিশনার অমিত পি. জাভালগি-সহ উচ্চপদস্থ কর্তারা। কী করে এমন হল, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি সব কিছুর অনুমতি ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হিন্দু গ্রামের বুথের ভোটার তালিকায় একাধিক মুসলিম ভোটার: সুভাষ সরকার

ভুল করে হয়েছে, সাফাই তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হিন্দু গ্রামের একটি বুথে গিয়ে ভোটার লিস্টে একাধিক মুসলিম ভোটারের নাম খুঁজে বের করলেন বাঁকুড়ার প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ ডা. সুভাষ সরকার। বাঁকুড়া বিধানসভার অন্তর্গত আন্দারথোল অঞ্চলের শ্যামপুর গ্রামের ২৮৫ নম্বর বুথে গিয়ে হাতে ভোটার লিস্ট নিয়ে অভিযোগ করলেন তিনি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, 'এইভাবেই এই রাজ্যে প্রচুর অনুপ্রবেশকারীর নাম পশ্চিমবাংলার ভোটার হিসেবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।' যদিও এই নামগুলি ভুল করে হয়েছে বলে দাবি করেছে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব।

বাঁকুড়া ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত

শ্যামপুর গ্রাম হিন্দু অধ্যুষিত। সেখানার দু'টি বুথেই কোনও মুসলিম পরিবারের বসবাস নেই বলে দাবি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের। হিন্দু গ্রামের ভোটার লিস্টে কিভাবে এলো পাঁচজন মুসলিম ভোটারের নাম? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাঁকুড়ার প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকার। সোমবার বিকেলে বিজেপির দলীয় কর্মীদের সঙ্গে করে নিয়ে ওই শ্যামপুর গ্রামে যান তিনি। সেখানে ভোটার লিস্ট তুলে ধরে গ্রামের মানুষের নজরে আনেন। এবং তিনি গ্রামের মানুষের কাছে আবেদন করেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যখন গ্রামে এস.আই.আরের প্রক্রিয়া চালাবেন, তখন যাতে এই নামগুলো বাদ যায় সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে।

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত বাঁকুড়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অংশুমান ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাফাই দেন, 'ভুল করে হয়তো হয়েছে, যদি সত্যিই তাঁরা ওই বুথের ভোটার না হন, সরকারি নিয়ম মাফিক তাঁদের নাম বাদ যাবে।'

ছটপুজোয় হুগলির উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটে তদারকি করছেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব।

জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে বারুইপুরের মহিলা শ্মশানকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির ডানকুনির বোঁদেরবিল সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় রবীন্দ্র সংঘের পরিচালনায় চার দিনব্যাপী জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন হল। উদ্বোধনে কোনও চমক দেওয়া তারকা নন। নন কোনও নেতা, মন্ত্রী।

উদ্বোধন করলেন বারুইপুর শ্মশানের শ্মশান কর্মী তথা সমাজসেবী টুম্পা দাস। তিনি ফিতে কেটে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্র সংঘের। এদিনে ক্লাবের পক্ষ থেকে শ্মশান কর্মী টুম্পা দাসকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি এই সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত হয়ে বলেন, 'ভাবতে পারিনি এখানে এসে এত সম্মান পাব, বড় কথা হল আমি কোনও দিনও কল্পনাও করিনি, পুজো উদ্বোধন করব।' নিজেকে গর্বিত মনে করে তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। কোনও কাজ ছোট না। একবার সাহস করলে, সেই কাজ সাফল্য আসবে।' টুম্পা আরও জানান, 'আমি মাধ্যমিক পাস ও তিন বছরের নার্সিং ট্রেনিং করেছি। আমার বাবা আগে এই কাজ করতেন, এখনও তিনি এই কাজ করেন।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শনার্থীদের সমাগম হয়। প্রধান উদ্যোক্তা সুবীর কয়াল জানান, 'চার দিনব্যাপী এই পুজো চলবে। পুজোর মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। ভোগ বিতরণ হবে।'

বাউড়িয়ায় জগদ্ধাত্রী পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: জগদ্ধাত্রী পুজোর নিরিখে হাওড়ার চন্দননগর বলে পরিচিত বাউড়িয়া স্টেশনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পুজোর আবেগ। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে জগদ্ধাত্রী পুজো হলেও অনেক জায়গাতেই

দুর্গাপূজার রীতিতে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী পর্যন্ত পুজো হয়। বাউড়িয়া হাজারি পাড়ায় উজ্জ্বল সংঘের পুজো এ বছর ৪৬ বছরে পদার্পন করল। স্থানীয় জগদ্ধাত্রী মন্দিরে মনোমুগ্ধকর প্রতিমাকে ঘিরে নারী, পুরুষের আবেগ লক্ষ্য করার মতো। এখানে দুর্গা পুজোর রীতি মেনেই পুজো হয়। পুজো উদ্যোক্তাদের অন্যতম সুজিত দাস জানান, 'এই পুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর স্বাদ নেন এলাকার মানুষ।' উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী বেনু সেন।

উত্তর ২৪ পরগনায় নতুন জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দায়িত্ব ছাড়লেন পুরনো জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী। পরিবর্তে নতুন দায়িত্ব নিলেন নতুন জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি। মঙ্গলবার ২৮ অক্টোবর এই দায়িত্ব বদল হয়। এদিন ফুল দিয়ে নতুন জেলাশাসককে স্বাগত জানান শরদ কুমার দ্বিবেদী। জানা

গিয়েছে, নতুন দায়িত্ব পেয়েই জেলার কাজ বুঝে নেন তরুণ জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি। তিনি আগে হিটকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানেই দিঘার জগন্নাথ মন্দির বানানো হয়েছে। শরদ কুমার দ্বিবেদী'র পদন্নোতি হওয়াতে তিনি হেলথ্ ও ফ্যামেলি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের সেক্রেটারির দায়িত্ব সামলাবেন। উত্তর ২৪ পরগনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলা খুব দক্ষতার সঙ্গে সামলিয়েছেন তিনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো জেলার উন্নয়নেও তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল।

নেপালে যোগাসনে স্বর্ণপদক প্রাপ্তি জামালপুরের মেয়ে প্রত্যুষা কোলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: স্বর্ণপদক জিতে বাড়ি ফিরলেন জামালপুর ব্লকের কোরা গ্রামের ১২ বছর বয়সি প্রত্যুষা কোলে। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের কোরা গ্রাম থেকে সুমিত কোলের মেয়ে ১২ বছরের ছোট্ট কন্যা ভারত-সহ জামালপুর এবং গ্রামের নাম উজ্জ্বল করে নেপাল থেকে বাড়ি ফিরলেন। যোগাসনে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পায় সে। এই প্রতিযোগিতাটি হয় ভারতের প্রতিবেশী দেশ নেপালে।

সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল ভারত-সহ মোট ১২টি দেশ। ভারত, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইউএস, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং পশ্চিমবাংলা থেকে যোগ

দিয়েছিল মোট ২৬ টি জেলা। প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল পায়। প্রত্যেকটা গ্রুপে প্রথম স্থানাধিকারিকদের নিয়ে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন রাউন্ডে রানার্স পজিশন পায়।

জামালপুর ব্লকের কোরা গ্রামের বাসিন্দার সুমিত কোলে জানিয়েছেন, এরপর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এ যোগ দেওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু হয়েছে। বিজয়ী প্রত্যুষা কোলে জানিয়েছে, এরপর সে বিশ্বের এক নম্বর হয়ে ব্লকের নাম, গ্রামের নাম, জেলার নাম, পশ্চিমবাংলার নাম, মা বাবার নাম উজ্জ্বল করে স্বর্ণপদক জিতে বাড়ি ফিরবে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জামালপুর ব্লকে প্রত্যুষা কোলে কোরা গ্রামের মেয়ে হলেও শিয়ালী গ্রামের প্রাইমারি বিদ্যালয়ের গ্রাউন্ডে প্রথম যোগাসনের হাতে খড়ি হয়েছিল। এখান থেকে প্রথম হয়ে উঠে আসা আজ সে ১২টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক জিতে বাড়ি ফেরে। এরপর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখাবেন বলে আশা তার এই সাফল্যে গোটা এলাকার মানুষ গর্বিত।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ই-মেল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ অনুসারে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং ২২ সহ পঠিত, যা ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের ১৭/২০২০, ১৫ জুলাই, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ২২/২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ৩৯/২০২০, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৪, সর্বশেষটি ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' নামে পরিচিত), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') (পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে পরিচিত) কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলারের সাথে পঠিত, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'') এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম এবং প্রবিধান (আপাতত বলবৎ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত আইনগত পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানি ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শুধুমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ডাক ব্যালট নোটিশ প্রেরণ করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে কাট-অফ তারিখে নিবন্ধিত, অর্থাৎ, শুক্রবার, ২৪শে অক্টোবর, ২০২৫, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চেয়েছে :

ক্রম নং	প্রস্তাব	প্রস্তাবের ধরন
১.	অনুমোদিত শেয়ার মূলধনে বৃদ্ধির এবং পরবর্তীতে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের ক্যাপিটাল ক্লজের পরিবর্তন বিবেচনা এবং অনুমোদন	সাধারণ প্রস্তাব
২.	প্রযোজ্য আইন অধীনে ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে এবং/বা ব্যক্তিগত প্রস্তাব, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্লেসমেন্ট(গুলি) এবং/বা কোনও যৌথ বা অন্য কোনও পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহ অনুমোদন	বিশেষ প্রস্তাব

কোম্পানিটি তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের পরিষেবা নিয়োগ করেছে। ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এরপর, এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

২৪ অক্টোবর, ২০২৫ (''কাট-অফ ডেট'') শুক্রবার পর্যন্ত ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যে শেয়ারহোল্ডারদের নাম প্রদর্শিত হবে তারাই কেবল রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য যোগ্য হবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ ডেটে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে হবে।

যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত নয়, তারা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পেতে **investor.relations@mcmil.in** ঠিকানায় তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.manaksiacoatedmetals.com**, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এ পাওয়া যাবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ জানতে, অনুগ্রহ করে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ দেখুন। কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০-এ কল করতে পারেন অথবা **evoting@nsdl.co.in**-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন

(ক) শ্রী প্রীতম দত্ত, সহকারী ব্যবস্থাপক **pritamd@nsdl.com/evoting@nsdl.com**-এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০।

(খ) শ্রীমতী শ্রুতি আগরওয়াল, কোম্পানি সচিব, মানাকসিয়া কোটেড মেটাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এ টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ অথবা **investor.relations@mcmil.in** ঠিকানায় ই-মেইল করুন।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ২৭ নভেম্বর, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) বা তার পরে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ উল্লিখিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **http//www.manaksiacoatedmetals.com** এ আপলোড করা হবে এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা) এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এও জানানো হবে। কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিসেও পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল প্রদর্শন করবে।

ভৌত শেয়ারের হস্তান্তরের অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তির জন্য বিশেষ উইন্ডো

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখের ২রা জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, হস্তান্তর দলিল পুনর্নথিভুক্তির জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।

এই বিশেষ সময়সীমা ১লা এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে দাখিল করা হওয়া ট্রান্সফার ডিডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো নথিপত্র বা প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ট্রান্সফার ডিড পুনর্নথিভুক্তির জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ (সময়সীমা) এর আগে বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনর্নথিভুক্ত করতে হয়েছিল। অতএব, যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের বিশেষ সময়সীমার মধ্যে কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১ (পব), টেলিফোন ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮ এবং ইমেল আইডি **compliance@mdplcorporate.com**-এ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনর্নথিভুক্ত করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ট্রান্সফারের জন্য পুনর্নথিভুক্ত করা শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে প্রক্রিয়া করা হবে। সার্কুলারের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com**-এও পাওয়া যাবে।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং এফ১২১২৪

তারিখ: ২৮.১০.২০২৫
স্থান: কলকাতা

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস : বিকানের বিল্ডিং ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল,
কলকাতা পব ৭০০০০১ ভারত
ইমেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
ফোন +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 তারিখের ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, হস্তান্তর দলিল পুনঃদায়নের জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশেষ সময়সীমা ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে দাখিল করা হওয়া ট্রান্সফার ডিডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেগুলো নথিপত্র বা প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এই ধরনের ট্রান্সফার ডিড পুনর্নথিভুক্তির জন্য নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ (সময়সীমা) এর আগে বা তার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনর্নথিভুক্ত করতে হয়েছিল। অতএব, যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের বিশেষ সময়সীমার মধ্যে কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১ (পব), টেলিফোন ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮ এবং ইমেল আইডি mdpldc@yahoo.com-এ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনর্নথিভুক্ত করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে স্থানান্তরের জন্য পুনঃস্থাপিত শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে প্রক্রিয়া করা হবে। সার্কুলারের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-এও পাওয়া যাবে।

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
বিবেক জৈন
কোম্পানির সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম.নং. এ৩৬৯৪৬

তারিখ : ২৮.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

KCI

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ''কেসিআই প্লাজা'', ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
ফোন : (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN : L24110WB1960PLC024910
ইমেল: investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(১০০ দিনের প্রচারণা - ''সক্ষম নিবেশক'')

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (এমসিএ) ১৬ জুলাই ২০২৫ তারিখের সার্কুলার অনুসারে, আপনার কোম্পানি ''সক্ষম নিবেশক'' শিরোনামে ১০০ দিনের একটি প্রচারণা শুরু করতে পেরে আনন্দিত, যা ৬ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলবে।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল শেয়ারহোল্ডারদের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়া এবং তাদের রেকর্ড আপডেট করতে এবং তাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করতে সহায়তা করা, যার ফলে তাদের শেয়ার হস্তান্তর এবং দাবিবিহীনদের হস্তান্তর এড়ানো। ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (IEPFA) এর লভ্যাংশ।

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সুবিধা

- প্যান, মনোনয়নের বিবরণ, যোগাযোগের তথ্য (ডাক ঠিকানা, মোবাইল নম্বর), ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর আপডেট করুন।
- নিশ্চিত করুন যে লভ্যাংশ সরাসরি শেয়ারহোল্ডারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে।
- স্থানান্তরের পরে IEPFA থেকে লভ্যাংশ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া এড়িয়ে চলুন।

প্রয়োজনীয় ফর্ম এবং নথি

শেয়ারহোল্ডারদের নিম্নলিখিত ফর্ম এবং নথি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :

- ফর্ম ISR-1 যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত, স্ব-প্রত্যয়িত কেওয়াইসি নথি সহ।
- ফর্ম ISR-2 যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত, আপনার স্বাক্ষর এবং মূল বাতিলকৃত চেক (আপনার নাম মুদ্রিত) অথবা স্ব-প্রত্যয়িত ব্যাংক পাসবুক/বিবৃতি সহ ব্যাংকারের সত্যায়িতকরণ।
- ফর্ম SH-13 একজন মনোনীত ব্যক্তি যোগ করার জন্য।
- ফর্ম ISR-3 যদি আপনি মনোনয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে চান।

আপনি https://cbmsl.com/services/details/sebi-download-forms-for-kyc বা https://www.kanoriachem.com/investors/pan-kyc-forms/ থেকেও এই ফর্মগুলি ডাউনলোড করতে পারেন।

জমা দেওয়ার নির্দেশাবলী

দয়া করে পূরণ করা ফর্মগুলি প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ আমাদের রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌঁছে দিন:
সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা) লিমিটেড
রসোই কোর্ট, ৬ষ্ঠ তল, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোন - +৯১ ৩৩ ৬৯০৬৬২০০ ই-মেইল rta@cbmsl.com ওয়েবসাইট www.cbmsl.com

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
প্রতিভা জয়সওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য সংখ্যা এসিএস ৩৩৯৮১

তারিখ : ২৮ অক্টোবর ২০২৫
স্থান : কলকাতা

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড

CIN : L36900WB1952PLC020274
রেজি. অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল,
৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬
ফোন : ০৩৩ ৪০৫৫৬৮০০; ফ্যাক্স ০৩৩-৪০৫৫৬৮৩৫
ইমেল : uchakravarty@wpil.co.in ; ওয়েবসাইট: www.wpil.co.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখের ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া শেয়ার স্থানান্তরের অনুরোধগুলি পুনর্নথিভুক্তির জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেছে এবং নথি/প্রক্রিয়ার ঘাটতির কারণে প্রত্যাখ্যাত/প্রত্যাবর্তন/পরিপূরণ করা হয়নি। বিশেষ ব্যবস্থাটি ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা রয়েছে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধগুলি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেকস গার্ডেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৪৫-এর কাছে জমা দিতে পারেন। স্থানান্তরের জন্য পুনর্নথিভুক্ত করা শেয়ারগুলি এই ব্যবস্থা চলাকালীন শুধুমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে।

সক্ষম নিবেশক - আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০০ দিনের প্রচারণা

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড কর্তৃপক্ষ ২৮ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১০০ দিনের একটি প্রচারণা - ''সক্ষম নিবেশক'' শুরু করেছে, যার মাধ্যমে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছানো যাবে যাদের লভ্যাংশ (গুলি) অনাদায়ী /অদাবীকৃত রয়ে গেছে এবং যাদের গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি)/অন্যান্য বিবরণ আপডেট করা হয়নি।

এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কোম্পানির যেসব শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ (গুলি) অনাদায়ী/অদাবীকৃত অথবা যাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করা হয়নি, তাদের উপরে প্রদত্ত ঠিকানায় কোম্পানির আরটিএ-তে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিকল্পভাবে, স্বাক্ষরিত নথিগুলি আরটিএ -এর আপডেট করা ইমেল আইডি - 'mcssta2012@gmail.com'-এ ইমেল করা যেতে পারে।

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮ অক্টোবর, ২০২৫

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার

১০০ দিনের কাজের টাকার রায়ে রাজনৈতিক তরজা

‘বিজয়’ বলছে তৃণমূল, দুর্নীতির প্রমাণেই শর্তসাপেক্ষ রায়: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয়াদিল্লিতে সুপ্রিম কোর্ট ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণার পরদিনই রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে উঠল বাংলায়। আদালত হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখে কেন্দ্রের আবেদন খারিজ করলেও, রাজনৈতিক ময়দানে শুরু হল ‘দায়’ ও ‘দুর্নীতি’র পালটা-বক্তব্য।

মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় বাংলার গরিব মানুষের বিজয়। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসা করে দরিদ্রদের প্রাপ্য মজুরি আটকে রেখেছে। তাঁর দাবি, ১৯টি জেলার পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় দল তথাকথিত অসামঞ্জস্য দেখিয়ে ৬.০৩ কোটি টাকা নিয়ে অযথা বিরোধ সৃষ্টি করেছে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্রে আরও বড় অপব্যবহার হলেও সেখানে কেন্দ্র কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। প্রদীপবাবুর কটাক্ষ, এ লড়াই শুধু টাকার নয়, এটি বাংলার মানুষের সম্মানের লড়াই।

সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল অভিযোগ করেন, বিজেপি ভোটে পরাজয়ের বদলা নিচ্ছে গরিব মানুষের ওপর। বন প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার হুঁশিয়ারি, মানুষের আন্দোলন থামানো যাবে না, কেন্দ্র যতই বাধা দিক। তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূলের দাবি নস্যাৎ করে বলেন, আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, কাজ বন্ধ নয়, কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্র শর্ত দিতে পারবে। অর্থাৎ আদালত তৃণমূলের নয়, সাধারণ মানুষের পক্ষেই রায় দিয়েছে।

বিজেপির বক্তব্য, ২০২১ সাল থেকেই রাজ্যে ভুয়ো জব কার্ড, মৃত ব্যক্তির নামে মজুরি ও পঞ্চায়েত দুর্নীতির কারণেই প্রকল্পের টাকা আটকে ছিল। গরিবের টাকা গরিবের হাতে পৌঁছাতে হবে, দুর্নীতিবাজদের পকেটে নয়, এটাই বিজেপির অবস্থান বলে জানান শমীকবাবু। তৃণমূল যেখানে এই রায়কে মানুষের জয় হিসেবে দেখছে, বিজেপির মতে এটি দুর্নীতির শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন, ফলে ১০০ দিনের কাজের রায় ঘিরে আবারও মুখোমুখি রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি।

১০০ দিনের মামলায় ফের হাইকোর্টে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীর্ষ আদালতে একশো দিনের কাজের মামলায় বড় জয় পেয়েছে রাজ্য। এরপর এই মামলাতেই আরও একবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা গেল রাজ্যকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও আরও বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলাগুলি দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় বলে আদালত সূত্রে খবর। পাশাপাশি আদালত সূত্রে এও জানা গিয়েছে, আগামী ৭ নভেম্বর মামলার শুনানির।

প্রায় চার বছরের অপেক্ষার পর অবশেষে রাজ্যে ফের চালু হতে চলেছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প‘একশো দিনের কাজ’। এই মামলার আরও কিছু অমীমাংসিত অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। আদালত সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত একাধিক মামলা। মঙ্গলবার এই মামলাগুলির দ্রুত নিস্পত্তি চেয়ে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দের বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্য।

প্রসঙ্গত, গত তিন বছর ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। বকেয়া নিয়ে বারবার সরব হতে দেখা গেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। এদিকে এই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রয়োজনীয় টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে দিয়েছিল।

এরপর দিল্লিতে ধরনা অবস্থানে বসতেও দেখা যায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লাগাতার সংসদেও তোলেন ঝড়। কেন্দ্রীয় ‘বঞ্চনা’র প্রতিবাদে ২০২৩ সালের অক্টোবরে দিল্লির কৃষি ভবন অভিযান করেন তৃণমূল সাংসদরা। নেতৃত্বে ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের এই প্রতিবাদে শামিল হন রাজ্যের ১০০ দিনের কাজ করেও টাকা না পাওয়া শ্রমিক, কৃষকরা। ওইদিন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু মন্ত্রীর বদলে প্রতিমন্ত্রী সাক্ষাৎ করে কথা বলবেন বলে জানানো হয়। তবে দিল্লির কৃষি ভবনে ওইদিন নজিরবিহীন ‘অত্যাচার’ হয় তাঁদের ওপর। সাংসদদের টেনেহিঁচড়ে বের করে দেয় দিল্লি পুলিশ। সেদিনই তৃণমূল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল, এই লড়াইয়ের শেষ দেখে ছাড়বে। এরপর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ কেন্দ্রের আর্জি খারিজ করে দিয়ে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকার কথা জানায়।

বাংলায় এসআইআর ঘোষণা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ

কমিশনের নিরপেক্ষতায় প্রশ্ন অভিষেকের, পালটা সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয়াদিল্লি থেকে বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, এসআইআর) ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে বিতর্কের ঝড়। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরিতে যখন এসআইআর হচ্ছে, তখন অসমে কেন নয়? পরিকল্পিত ভাবে অসমকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ সেটা বিজেপিশাসিত রাজ্য। তাঁর অভিযোগ, ত্বাংলাদেশের সঙ্গে একাধিক রাজ্যের সীমান্ত থাকলেও শুধুমাত্র বাংলায় এসআইআর, এটা স্পষ্ট করে দেয়, বিজেপি বাংলাকে অপমান ও কটাক্ষ করার চেষ্টা করছে।

অভিষেক আরও বলেন, মায়ানমারের সঙ্গে বাংলার কোনও সীমান্তই নেই, তবু রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের অজুহাত তুলে মিথ্যা আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। একজন বৈধ ভোটারের নাম যদি ভুলবশত বাদও যায়, বাংলার মানুষ তখন রাস্তায় নামতে বাধ্য হবে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও সরাসরি সন্দেহ প্রকাশ করেন অভিষেক। তাঁর প্রশ্ন, আগেরবার এই প্রক্রিয়ায় দু’বছর লেগেছিল, এবার মাত্র দুই মাসে কী ভাবে সম্ভব? এই অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োই প্রমাণ করছে যে রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

বাংলায় এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েছে। বিরোধীরা যেখানে এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে, তৃণমূল সেখানে একে কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র বলেই দাবি করছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, উনি যদি সোমবারে নির্বাচন কমিশনের প্রেসমিটের বক্তব্য মন দিয়ে শুনতেন তা হলে আজকে অসম নিয়ে এই প্রশ্ন তুলতেন না। আসলে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী হয়, ওনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগরিকেরা রোহিঙ্গা বাংলাদেশি মুসলিমদের রাখতে চাইছে না। আর উনি ওপার থেকে জলপথে তাদেরকে এনে এই রাজ্যকে বাংলাদেশ বানানোর যে চক্রান্ত করে যাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি-সহ বাংলার মানুষ লড়াই করবে।’

একজন মানুষ, দু’টি ভোট, গণতন্ত্র নয়, তৃণমূলের ভোট কারখানা: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরের তৃণমূল বিধায়ক বিবাস সরকারের স্ত্রী নমিতা সরকার, যিনি বারুইপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর, তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, নমিতা সরকারের দুটি ভোটার কার্ড রয়েছে, একটি বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪৫ নম্বর বুথে (সিরিয়াল ৫৩৮, ভোটার আইডি

TYK০৪৭৫৯১৩), এবং অপরটি কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের ১২০ নম্বর বুথে (সিরিয়াল ২৬২, ভোটার আইডি DYQ২১৮০৭২৭)। দ্বিতীয় কার্ডে তাঁর পিতার নাম দেওয়া আছে সচিন্দ্রনাথ নস্কর হিসেবে।

শুভেন্দুর বক্তব্য, একই ব্যক্তি পঞ্চায়েত এলাকার ভোটার এবং একই সঙ্গে পুরসভার কাউন্সিলর, এ একেবারে প্রকাশ্য নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন। তৃণমূল কংগ্রেস এভাবেই গণতন্ত্রকে উপহাসে পরিণত করেছে। একজন মানুষ, দু’টি ভোট, আর কোনও লজ্জা নেই! তিনি আরও বলেন, তৃণমূল নেতারা গণতন্ত্র নিয়ে বড় বড় ভাষণ দেন, অথচ ভোটার তালিকাকেই নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করেন। এখনই নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কমিশন যেন অবিলম্বে এই দুই নম্বর ভোটার আইডি বাতিল করে, অভিযুক্তকে অযোগ্য ঘোষণা করে এবং এফআইআর দায়ের করে। বিরোধী দলনেতার সাফ মন্তব্য, বাংলা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন, তৃণমূলের ‘ভোট জালিয়াতি কারখানা’ নয়।

ছটপুজো উপলক্ষে প্রচুর জেনারেল কম্পার্টমেন্ট প্যাসেঞ্জার শিয়ালদা স্টেশনে উপস্থিত হওয়ায় আরপিএফের তরফে টোকেন দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোন বিশৃঙ্খলা না-হয়। ছবি: অদিতি সাহা

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ (স্বত্ব)
শ্রী রবি শঙ্কর সিং	ক) **২৭,১২,২৫৪ টাকা** (সাতাশ লাখ বারো হাজার দুশো চুয়ান্ন টাকা) বকেয়া লোন এ/সি নং পিএইচআর০৪৩৭০৫৩৩১৯৫১ অধীনে, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (১৮.০৭.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) এবং **৩,১৯,১৪৮ টাকা** (তিন লাখ উনিশ হাজার একশো আটচল্লিশ টাকা) বকেয়া এ/সি নং এইচটিআর০০০৫০৯৯২৪১৮ অধীনে, ১৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (১৮.০৭.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) খ) ১৮.০৫.২০২৪ গ) ২৫.১০.২০২৫

তপশিল -এ
বন্ধকদত্ত জমির বিবরণ
অংশ -১
(মাস হাউসিং প্রেজেক্ট এর সমুদয় জমির প্লটের বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির এরিয়া ১৫০ একর কমবেশি দুই প্লটে, নং ই/১ এবং ই/২, অবস্থিত বাগজোলা ক্যানালের উত্তরে, এএ-৩, নিউ টাউন, কলকাতা, থানা : নিউ টাউন, রেজিস্ট্রি এবং /বা অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার এর অফিস বিকাশ ভবন, বিধাননগর, (এডিএসআর বিধান নগর), কলকাতা - ৭০০১৩৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : প্লট নং ৩ই/১; উত্তরে :** ক্যানালের চৌহদ্দি এবং চলার পথ; **দক্ষিণে :** ৪৮ মিটার চওড়া সড়ক; **পূর্বে** ৪৮ মিটার আর্টেরিয়াল রোড (এনএস); **পশ্চিমে :** পেরিফেরি ক্যানাল এবং চলার পথ। প্লট নং ৩ই/২; ৪৮ মিটার চওড়া সড়ক; পেরিফেরি ক্যানাল এবং চলার পথ; ৪৮ মিটার চওড়া আর্টিয়াল রোড (এনএস); পেরিফেরি ক্যানাল এবং চলার পথ।
অংশ -২
(মাস হাউসিং প্রোজেক্টের এসপিএআরএসএইচ ব্লক এর বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এমআইজি ইউনিট নাম স্পর্শ ব্লক,অংশ এসপি-সুকবৃষ্টি প্রকল্পের অবস্থিত অংশত প্লট নং ই/১, আরও বিস্তারিতভাবে অংশ-১ পূর্ববর্তীতে উল্লিখিত ৩৬ নং জি-১৪ তলা ভবন এবং সকলের ব্যবহারের এরিয়া এবং অংশ সংযুক্ত।
অংশ -৩
(বহুতল ভবনের বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একতলা-১৪ তলা ভবনের ভবনের সংখ্যা এম (৮৬-৮৭) সিঁড়ি নং ৮৬-৮৭, ১৬০ নং ২বিএইচকে বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নির্মিত সংশ্লিষ্ট জমিতে এরিয়া ১৮৭৩.৪১২ বর্গ মিটার (০.৪৬৩ একর আনুমানিক) কমবেশি অংশ প্লট নং ই/১, মাস হাউসিং কমপ্লেক্স এর, নিউ টাউন, থানা : নিউ টাউন।
তপশিল -বি
বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ দ্বিতীয় তপশিল উপরে উল্লিখিত মতে (অ্যাপার্টমেন্টের বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট (২৮এইচকে), সংখ্যায়িত জে/১৮/১১০৫, দ্বাদশ তলে, ভবনের নং জে(১৬-২০), সিঁড়ি নং ১৮, ফেজ ১বি- স্পর্শ ব্লক, অবস্থিত প্লট নং ই/১, পরিমাপ কার্পেট/লকেবল এরিয়া ৪৮০ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম,১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন , ১ ব্যালকনি এবং ২ টয়লেট এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ বহুতল ভবনের প্লট নং ই/১, মাস হাউসিং কমপ্লেক্স, যেখানে অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাপ ১৮৭৩.৪১২ বর্গ মিটার (০.৪৬৩ একর আনুমানিক), ভবন নং (১৬-২০), আরও বিস্তারিতভাবে অংশ-৩-প্রথম তপশিলের উল্লিখিত মতে, স্পর্শ ব্লক,আরও বিস্তারিত মতে অংশ-২ - প্রথম তপশিলের পূর্বে উল্লিখিত মতে অংশ প্লট নং ই/১- মাস হাউসিং কমপ্লেক্স, নাম এসপি-সুখবৃষ্টি অবস্থিত প্লট নং ই/১, নিউ টাউন, কলকাতা, থানা : নিউ টাউন, আরও বিস্তারিত মতে অংশ -১ -প্রথম তপশিলের নিম্নোক্ত মতে উল্লিখিত এবং /বা উপরোক্ত মতে বর্ণিত উক্ত অ্যাপার্টমেন্ট সকলের ব্যবহারের এরিয়া নির্মিত এবং সম্পূর্ণ যা নিম্নে নির্দিষ্ট মতে। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক খোলা চার চাকার পার্কিং স্পেস নং কে৫০এ, একতলায় মা হাউসিং প্রোজেক্টের মধ্যে।

তারিখ- ২৯.১০.২০২৫, স্থান- নিউ টাউন — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১২৩৮৫৪৩২০/৯৮১০৫৬২৮০৩

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** ০২.১২.২০২৫ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **২০,১৫,৭৬,১৬৩.১৫ টাকা (কুড়ি কোটি পনের লাখ ছিয়াত্তর হাজার একশ তেষট্টি টাকা এবং পনের পয়সা) টাকা দাবি নোটিশ তারিখ** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স জয় অম্বে মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস জি টি রোড, পানাগড় বাজার, পো - পানাগড়, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৮। এবং **জামিনদাতাগণ ক) শ্রী পবন কুমার আগরওয়াল,** পিতা বানারসি দাস আগরওয়াল **খ) শ্রী রাজেশ আগরওয়াল,** পিতা বানারসি দাস আগরওয়াল **গ)** শ্রী রাম শরণ আগরওয়াল, পিতা বানারসি দাস আগরওয়াল **ঘ) শ্রী কানহাইয়া লাই আগরওয়াল,** পিতা বানারসি দাস আগরওয়াল **ঙ) শ্রীমতী সুশীলা আগরওয়াল,** বিজয় কুমার আগরওয়ালের আইনি উত্তরাধিকারী **চ) শ্রী রাহুল আগরওয়াল,** বিজয় কুমার আগরওয়ালের আইনি উত্তরাধিকারী কাছ থেকে।

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	ই-নিলামের বিস্তারিত
১	খালি জমি পরিমাপ ৩.৩৩ একর অবস্থিত মৌজা : ঝাঁঝরা, জেএল নং ৩৪, (আরএস) এবং এলআর প্লট নং ১৭৫/২৪৯৯,এলআর খতিয়ান নং ৬৯০,৬৯১, থানা : ফরিদপুর, এডিএসআর : দুর্গাপুর, লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, স্বত্ব দলিল নং ১-২৩২৪/২০০৫, তারিখ ২৫/০৪/২০০৫। পরিবর্তিত মামলা নং ৬৩ (আইএনডি)/০৯ এবং ৬৪(আইএনডি)/০৯ তাং ১৩/০৪/২০১৯,সম্পত্তি কানহাইয়া লাল আগরওয়াল এবং শ্রী বিজয় কুমার আগরওয়াল এর নামে (প্রয়াত) বর্তমানে আইনি উত্তরাধিকারীগণের দ্বারা উন্নীত) এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি জমি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : আরএস প্লট নং ১৭৫/২৪৯৮।	১. সংরক্ষিত মূল্য : ৪,৭৩,০০,০০০ টাকা ২. ইএমডি : ৪৭,৩০,০০০ টাকা ৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা ৪. পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ২৫.১১.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত দখলের ধরণ - প্রতীকী দখলীকৃত

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-নিলাম দেখুন https://baanknet.com/eauction-psb/x-login।

তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Chola
Enter a better life

চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সুপার বি, সি৫৪ এবং সি৫৫,৪, থিরু ৬ কেএ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে, ২০০২ সালের ধারা ১৩(২) অধীনে নিম্নোক্ত দাবি নোটিশের তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণকে (নাম এবং ঠিকানা নিচে বর্ণিত) এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	লোন এ/সি নং এবং ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ
১	লোন অ্যাকাউন্ট নং : LAP3BDW000082986 শ্রী/শ্রীমতি সৌরভ দেবনাথ শ্রী/শ্রীমতি সুমন্ত দেবনাথ শ্রী/শ্রীমতি মিনতি দেবনাথ উভয়ের ঠিকানা : মৌডাঙ্গা পুরুলিয়া নাদনঘাট পুরুলিয়া, পূর্বস্থলী, -বর্ধমান পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৫১৩, মৌডাঙ্গা দুর্গা মন্দিরের নিকট, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৫১৩। প্লট নং ৪১৫ মৌজা : মৌডাঙ্গা,পো : পুরুলিয়া, থানা নাদনঘাট মৌডাঙ্গা নাদনঘাট পূর্ব বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ -৭১৩৫১৩।	১২.০৭.২০২৫	২১১৬৯১১ টাকা (একুশ লাখ যোলো হাজার নশো এগার টাকা) লোন অ্যাকাউন্ট নং LAP3BDW000082986 ১০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	প্লট নং ৪১৫, জেএল নং ৯৩, খতিয়ান নং ১২২৯, মৌজা : মৌডাঙ্গা, পো : পুরুলিয়া, থানা : নাদনঘাট, মৌডাহগা, নাদনঘাট, পূর্ব বর্ধমান ৭১৩৫১৩, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : নথি অনুযায়ী : উত্তরে : রাধাগোবিন্দ টেক্সটাইল, দক্ষিণে : সমীর সরকারের ফ্যাক্টরি, পূর্বে : মালিকের সকলের ব্যবহারের কাঁচা চলার পথ এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথের ভবন,পশ্চিমে : অরুণ দেবনাথ এর জমি। সাইট/প্রকৃত : উত্তরে :খালি জমি - রাধাগোবিন্দ, দক্ষিণে : কালীপদ দেবনাথের ভবন,পূর্বে ৮ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথের ভবন, পশ্চিমে : অরুণ দেবনাথের ভবন।	দখলের তারিখ - ২৪.১০.২০২৫

তারিখ : ২৪.১০.২০২৫
স্থান - পূর্ব বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩,ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শ্রী এন কে লাকরা, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৪/৯৬৭৪৭১৩৭৬০

[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১২.১১.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** **১২.১১.২০২৫** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৪৯,০৪,৯৫,৫৯৯.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ কোটি চার লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশ নিরানব্বই টাকা) টাকা** ০৫.০৮.২০১৪ অনুযায়ী এবং ০৬.০৮.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী অখিলেশ সিং, পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং,** ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ **(খ) শ্রী শশীভূষণ সিং, পিতা পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং,** ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ **(গ) শ্রীমতী চিত্রা সিং, স্বামী সঞ্জয় সিং,** মুন্না কলোনি, তিলক নগর, হাউস নং ১১১, গান্ধি চক, পদরাউনা জেলা - কুশিনগর, উত্তরপ্রদেশ, পিন - ২৭৪৩০৪, **(ঘ) শ্রী বিবেক কুমার সিং, পিতা পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং,** ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ **(ঙ) এস আর ওয়ার্থ লি.** ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৬.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১	বাস্তু তথা বাণিজ্যিক জমি পরিমাপ ২৫ ডেসিমেল (১৫ কাঠা) অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণদেববাটী,জেএল নং ৬০, খতিয়ান নং ৪৩৪, প্লট নং ১৩১(অংশ), থানা : কল্যাণী, বুদ্ধ পার্ক বাস স্ট্যান্ডের নিকট, জেলা : নদিয়া, **দলিল নং ১-১৭৩২ এবং ১-২২৬৫ -২০০৭ সালের। সম্পত্তি বিবেক কুমার সিং এর নামে। (প্রতীকী দখলীকৃত)।**	২,৫৩,০০,০০০.০০ টাকা	২৫,৩০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা	
২	জমির পরিমাপ ৫ কাঠা এবং তদস্থিত ৩ তলা ভবন, দাগ নং ৭৫০, খতিয়ান নং ২০২০, জেএল নং ৭৪, মৌজা : ফরিদপুর, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান জমি **(দলিল নং ৪০১৩)। সম্পত্তি অখিলেশ সিং এর নামে। (প্রতীকী দখলীকৃত)।**	১,৬৩,০০,০০০.০০ টাকা	১৬,৩০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা	
৩	অফিস প্রেমিসেস পরিমাপ ৪১৭ বর্গফুট , বেঙ্গল সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লি. অফিস নং ৪০৬সি, ৪র্থতল,ব্লক এ, কামধেনু জোন, দুর্গাপুর সিটি সেন্টার, মৌজা : ফরিদপুর, সিএস প্লট নং ৩৬০১ (অংশ), খতিয়ান নং ১৩৬২, জেএল নং ৭৪, তৌজি নং ২০, থানা : দুর্গাপুর, **(দলিল নং ২৩)। সম্পত্তি শশী ভূষণ সিং এর নামে। (প্রতীকী দখলীকৃত)।**	২৫,০০,০০০.০০ টাকা	২,৫০,০০০.০০ টাকা
		ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.১১.২০২৫
সময় : বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৮.১১.২০২৫** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং‘ যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৩১,৬৪,১৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চৌষট্টি হাজার একশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) ২৯.১২.২০২১ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ** সহ পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী গৌতম অধিকারী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা :** ২৫ নং বিদ্যাসাগর রোড, চন্দশী ভবন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-৭০০০৬৫ **এবং** প্রযত্নে সৌম্য শুভ্র দাস “দাস ভিলা” ৩০/১ ইউ/১, হরে কৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি কলকাতা-৭০০০৫০ **এবং** “প্রতিমা” ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং ১০৭, পঞ্চমতলে সামনের অংশে (উত্তর পূর্ব পশ্চিম) দিকে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০০ বর্গফুট কমবেশি তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন,দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি উক্ত ভবনে হোল্ডিং নং ৭৫৪, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৫, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, এবং জমির যথাযথ ভাগঅংশ পরিমাপ ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি , জি -৪ তলা ভবনে **উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৩২৬-২০১৯ সালের, সম্পত্তি গৌতম অধিকারী এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৮ ফুট চওড়া প্রান্তিক সরণি রোড, **দক্ষিণে :** বর্তমান ৪ তলা ভবন, **পূর্বে :** ১৫ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, **পশ্চিমে** : বর্তমান ২ তলা ভবন।
সংরক্ষিত মূল্য **২৭,৫২,০০০.০০ টাকা** এবং বায়না জমা **২,৭৫,২০০.০০ টাকা**, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা**।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.১১.২০২৫ | সম্পত্তির আইডি : | যোগাযোগ নং ৯৮৩০৯৮২৯৯১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ২৯.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রাজস্থানে বাসে আগুন, ঝলসে মৃত তিন শ্রমিক

জয়পুর, ২৮ অক্টোবর: রাজস্থানে ফের ভয়ংকর দুর্ঘটনা। যাত্রীবোঝাই বাসে লাগল আগুন। ঘটনায় কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, বাসটির মাথায় গ্যাস সিলিন্ডার-সহ একাধিক জিনিসপত্র বোঝাই করা ছিল। রাস্তায় একটি হাইভোল্টেজ তারের সংস্পর্শে আসতেই বাসটিতে আগুন লেগে যায়। বাসটির মাথায় গ্যাস সিলিন্ডার থাকার কারণে বিস্ফোরণও হয়। এর জেরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে বাসটি উত্তরপ্রদেশের পিলিভীট থেকে রাজস্থানের মনোহরপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। বাসটির ভিতরে ছিলেন ২৫ থেকে ৩০ জন ইঁটভাটার শ্রমিক। জয়পুর-দিল্লি হাইওয়ের উপর বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বাসটি। এরপরই হুলস্থূল পড়ে যায়।

বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। হাত লাগান উদ্ধারকাজে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত সেখানেই তঁরা চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, ঘটনায় ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। আহত হয়েছেন আরও ১০ যাত্রী। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

আল-কায়দা যোগ, পুণেয় গ্রেপ্তার তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী

পুণে, ২৮ অক্টোবর: গোপনে পাকিস্তানি নিষিদ্ধ গোষ্ঠী আল-কায়দার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে। সোমবার মহারাষ্ট্রের পুণেয় ঘটনাটি ঘটেছে। মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)-এর হাতে ধরা পড়েছেন ওই যুবক।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ধৃত যুবকের নাম জুবায়ের হাঙ্গারগেকর। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ওই যুবক গত মাস থেকেই এটিএস-এর নজরে ছিলেন। গত মাসে তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। শেষমেশ সোমবার পুণের কোন্ধওয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সন্ত্রাসদমন শাখা। অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন বা ইএপিএ-র সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। সোমবারই ধৃতকে আদালতে হাজির করানো হয়। জুবায়েরের আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ ইউএপিএ আদালত।

তদন্তকারী এক কর্তা জানিয়েছেন, জুবায়েরের বিরুদ্ধে আল-কায়দার মতো পাকিস্তানের বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, ভারতীয় তরুণদের মৌলবাদী আদর্শের পাঠ দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ছাড়াও নানা দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন জুবায়ের। মহারাষ্ট্রের একাধিক শহরে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনাও করছিলেন বলে অভিযোগ। ওই ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক বেআইনি জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা।

ভারতেই যাত্রীবাহী বিমান এসজে-১০০ তৈরি করবে হ্যাল

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে আরও এক কদম। বিদেশি নির্ভরতা কমাতে এবার দেশেই যাত্রীবাহী বিমান তৈরির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। সেই লক্ষ্যে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা সংস্থা 'ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশনে'র 'মউ' সাক্ষর করেছে ভারতের 'হিন্দুস্তান এরোনটিকস লিমিটেড' বা হ্যাল। গত ২৭ অক্টোবর মস্কোতে সাক্ষরিত হয়েছে এই চুক্তি।

সোমবার এই চুক্তি সাক্ষরিত সাক্ষরিত হওয়ার পর হ্যালের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'হ্যাল এবং ইউএসি-র মধ্যে এই সহযোগিতা দুই সংস্থার পারস্পরিক আস্থার ফল। এই প্রথম ভারতে সম্পূর্ণ যাত্রীবাহী বিমান তৈরি করা হবে।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী ১০ বছরে এই ধরনের উড়ানের জন্য ২০০টির বেশি বিমানের প্রয়োজন রয়েছে ভারতের। পাশাপাশি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিদেশি পর্যটন ক্ষেত্রগুলিতে যাতায়াতের জন্য ৩৫০টি বিমানের প্রয়োজন। সেই ঘাটতি পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা নেবে দেশে তৈরি এই বিমান।

ভারতের মাটিতে তৈরি হতে

ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীকে হত্যা: নিহতের ফ্ল্যাটে হার্ডডিস্কে গোপন ভিডিও উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর: দিল্লিতে ইউপিএসসি পরীক্ষার্থী রামকেশ মীনার হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়। শুধু তাঁর লিভ ইন সঙ্গী অমৃতা চৌহানের গোপন ভিডিয়ো বা ছবি নয়, নিহত যুবকের ফ্ল্যাট থেকে যে হার্ডডিস্ক উদ্ধার হয়েছে, সেখানে ১৫ জনের বেশি মহিলার গোপন ভিডিয়ো এবং ছবি পাওয়া গিয়েছে। হিন্দুস্তান টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী পুলিশের একটি সূত্র এমনই দাবি করেছে।

প্রসঙ্গত, রামকেশের লিভ ইন সঙ্গী তথা তাঁকে খুনে অভিযুক্ত অমৃতা চৌহানও পুলিশের কাছে দাবি করেছেন যে, তাঁর বেশ কিছু গোপন মুহূর্তের ছবি এবং ভিডিয়ো রামকেশ নিজের মোবাইল এবং ল্যাপটপে সেভ করে রেখেছিলেন। সেগুলি মুছে দিতে বলার পরেও রামকেশ তা করেননি। রামকেশের ল্যাপটপ এবং মোবাইল পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। হিন্দুস্তান টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ঘটনার তদন্তে যুক্ত পুলিশের একটি সূত্র দাবি করেছে, রামকেশের ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হলেও সেটি এখনও পরীক্ষা করা হয়নি। তবে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে যে হার্ডডিস্ক পাওয়া গিয়েছে, তাতে অনেক মহিলার গোপন মুহূর্তের ছবি এবং ভিডিয়ো উদ্ধার হয়েছে। ওই সূত্রের দাবি, যে সব মহিলার ভিডিয়ো এবং ছবি হার্ডডিস্কে পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় অমৃতা দাবি করেছেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মুছে দিতে বলেছিলেন রামকেশকে। কিন্তু রামকেশ সেগুলি তাঁর ফোন এবং ল্যাপটপে রেখে দেন। মুছে দিতে অস্বীকার করেন। তা নিয়েই রামকেশের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েন শুরু হয়।

কেনিয়ায় ভাঙল বিমান, ১২ জনের মৃত্যুর শঙ্কা

নাইরোবি, ২৮ অক্টোবর: কেনিয়ায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে মাসাইমারার জাতীয় অভয়ারণ্যে যাওয়ার পথে ভেঙে পড়ল একটি ছোট বিমান। এর ফলে ১২ জন মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সওয়ারিদের অধিকাংশই পর্যটক বলে জানা গিয়েছে।

কেনিয়ার অসামরিক বিমান মন্ত্রক জানিয়েছে, ছোট বিমানটিতে বিমান চালক ও যাত্রী-সহ ১২ জন ছিলেন। সকলেরই মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারি দল। এখনও পর্যন্ত বিমান দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। উল্লেখ্য, মাসাইমারা জাতীয় উদ্যান গোটা পৃথিবীর পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দিয়ানি বিমানঘাঁটি থেকেই তাঁদের অভয়ারণ্যে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই পথেই বিপদ ঘটল।

জানা গিয়েছে, কেনিয়ার দিয়ানি বিমানঘাঁটি থেকে মাসাইমারার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল ছোট বিমানটি। পাহাড়ি এবং অরণ্যাঞ্চলে দিয়ানি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে ভেঙে পড়ে সেটি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ উড়ানটি কোয়ালে কাউন্টির সিম্বা গোলিনিতে ভেঙে পড়ে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে দুর্ঘটনার ছবি ও ভিডিও।

ময়দান

মহেশ-বিপিন যুগলবন্দিতে চেন্নাইয়িনকে হারাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চেন্নাইয়িন এফসিকে হারিয়ে সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গলের বড় কামব্যাক। গত ম্যাচে ড্রয়ের পর এই ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে মরণ-বাঁচন। চেন্নাইয়িন এফসি ৪-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখল অস্কার ব্রুঁজোর ইস্টবেঙ্গল। বিপিন সিংয়ের জোড়া গোল, কেভিন সিবিয়ে ও হিরোশি ইবুসুকির গোলে জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। এরপরের ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ডার্বিতে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। চেন্নাইয়িন ম্যাচে হামিদ আহদাদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরা-সহ প্রথম একাদশে চার বিদেশিকে খেলিয়েছেন অস্কার। প্রথম ৩০ মিনিট আঁটোসাটো ডিফেন্স বজায় রেখেছিল চেন্নাইয়ের ডিফেন্ডাররা।

ইস্টবেঙ্গলের পর মোহনবাগানকেও আটকে দিল ডেম্পো

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোহনবাগানের চার বিদেশির আক্রমণ ভাগকে আটকে দিল ভারতীয়দের নিয়ে খেলা ডেম্পো স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গলের পর এবার মোহনবাগান দলকেও আটকে দিল তারা। ডেম্পোর বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ডেম্পোর রক্ষণের কাছে হার মানলেন দিমি-রবসন-ম্যাকলারেন-কামিংসরা। ডার্বি এখন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই দলের জন্যই মরণ-বাঁচন ম্যাচ।

ভারতসেরা আইএসএল চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ডেম্পো বুঝিয়ে দিল, ভারতীয় ফুটবলাররাও পারে। মূলত অ্যাকাডেমির তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে এই সুপার কাপে খেলছে ডেম্পো। দুর্দান্ত লড়াই করছে ভারতীয় ছেলেরা। মোহনবাগান আক্রমণ চালিয়ে গেলেও ডেম্পোর ডিফেন্ডাররা নিজেদের জায়গায় অনড় ছিলেন। বল দখল ও শট নেওয়ার বিচারে মোহনবাগান এগিয়ে থাকলেও তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি জোসে মোলিনার দল। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে মনবীর বড় সুযোগ নষ্ট করেন। এছাড়াও একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল মোহনবাগানকে।

শামি-শাহবাজের দাপটে শেষ দিনে জয় ছিনিয়ে নিল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় দলে অনেকেই হয়তো তাঁকে এখন 'ব্রাত্য' বলে মনে করেন। কিন্তু মাঠে নামলে মহম্মদ শামি যে এখনও সমান কার্যকর, তা ফের একবার প্রমাণ করে দিলেন এই তারকা পেসার। রনজি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাতের বিরুদ্ধে তাঁর দুরন্ত বোলিংয়ে উড়ে গেল প্রতিপক্ষ। প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচে মোট ৮ উইকেট তুলে নিলেন শামি। অন্য দিকে, চোট সারিয়ে ফেরা অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদও ছিলেন সমান বিধ্বংসী। দুই ইনিংস মিলিয়ে তিনি নেন ৯ উইকেট। তাঁদের জুটি গুজরাতকে ১৪১ রানে হারিয়ে বাংলাকে এনে দিল টানা দ্বিতীয় জয় ও পূর্ণ ৬ পয়েন্ট। ফলে দুই ম্যাচে বাংলার সংগ্রহ দাঁড়াল ১২ পয়েন্টে।

ইডেন গার্ডেন্সে এই ম্যাচের শুরুটা কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না অভিমন্যু ঈশ্বরনের দলের জন্য। প্রথম ইনিংসে বাংলা গুটিয়ে যায় ২৭৯ রানে। ব্যাটারদের মধ্যে সুমন্ত গুপ্ত ৬৩, সুদীপকুমার ঘরামি ৫৬ এবং অভিষেক পোড়েল ৫১ রান করে কিছুটা ভরসা জোগান। তবে কেউই বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। সেই জায়গা থেকেই ম্যাচে প্রাণ ফেরান বাংলার বোলাররা। গুজরাতকে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৬৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে বাংলাকে এগিয়ে দেন শাহবাজ আহমেদ। চোট সারিয়ে দলে ফিরে তিনি ঝড় তোলেন বোলিংয়ে, মাত্র ৩৪ রান খরচ করে তুলে নেন ৬ উইকেট। গুজরাতের পক্ষে একমাত্র মনন হিংরাজিয়া কিছুটা প্রতিরোধ গড়েছিলেন, করেন ৮০ রান। বাংলার হাতে তখন ১১২ রানের লিড।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বাংলার ব্যাটাররাও খুব বড় রান তুলতে পারেননি। তবে এদিন সকালে লিডটা আরও বাড়িয়ে তোলেন তাঁরা। সব মিলিয়ে, শেষ ইনিংসে গুজরাতের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৩২৭। কিন্তু সেই রান তাড়া করতে নেমে একসময় মনে হচ্ছিল ম্যাচ ড্রয়ের দিকেই যাচ্ছে। কারণ, গুজরাতের উর্ভিল প্যাটেল ও জয়মিত প্যাটেল দুরন্ত জুটি গড়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন। উর্ভিল অপরাজিত শতরান (১০৯) করে বাংলার জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে তুলেছিলেন।

কিন্তু ক্রিকেটে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় মুহূর্তে। খেলার মাঝে উর্ভিল হঠাৎ চোট পেয়ে রিটায়ার্ড হার্ট হন। সেই সময় ম্যাচ নাটকীয় মোড় নেয়। নামেন নতুন ব্যাটার উমং কুমার। তাঁকে ফেরান শাহবাজ আহমেদ, আর সেখান থেকেই গুজরাতের লড়াই শেষ হয়ে যায়। এরপর বাকি কাজ সারেন শামি। দুরন্ত ছন্দে টানা তিন উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ শেষ করে দেন তিনি। তাঁর বলের গতি, সুইং এবং নিখুঁত লেন্থের গুজরাত ব্যাটারদের কাছে কোনও উত্তর ছিল না। শেষ পর্যন্ত গুজরাতের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৮৫ রানে। ফলে বাংলা জয় পায় ১৪১ রানের বিশাল ব্যবধানে। বাংলার বোলিং বিভাগে শামি ৩৮ রানে ৫ উইকেট এবং শাহবাজ ৩ উইকেট নেন। দুই বোলারের এই বিধ্বংসী পারফরম্যান্সে গুজরাতের কোনো ব্যাটারই টিকতে পারেননি।

টানা দুই ম্যাচে জয় পেয়ে বাংলা এখন আত্মবিশ্বাসে টগবগ করছে। দলের বোলিং শক্তি যে দেশের সেরা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, তা ইডেনের সবুজ উইকেটে ফের একবার প্রমাণ করলেন শামি-শাহবাজরা। নিজের ফিটনেস ও ফর্ম ধরে রেখে বাংলার হয়ে এই দুই তারকা দেখিয়ে দিলেন, 'ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট।'

Nimantran Cooperative Hsg Society Ltd. invites application within 15 days from reputed HIDCO enlisted contractor as per Cooperative law for preparing building plan on plot no. 2021 Block AA IIIG, Newtown, Kolkata 700160. Please contact: **Shampa Bose,** AC 104 Salt Lake, Kolkata 700064.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/সাঁতরাগাছি নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ক্রম. নং.; ই-টেন্ডার নোটিশ নং.; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ) এবং ইএমডি** যথাক্রমে: **(১); টিআরএস-এসআরসি-১০এ-আরএমএসি-২৫-১৪৫৭;** ০২ বছরের জন্য ইএলএস/সাঁতরাগাছিতে মাইনর ইন্সপেকশনের জন্য ছাদে লাগানো সিএবি এসি ইউনিট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের মেজর শিডিউল। ৩১,৭৪,৯৭৩.২০ টাকা; ৬৩,৫০০.০০ টাকা; **(২); টিআরএস - এসআরসি - ৪০ - এইউএক্সএম - ২৫ - ১৫৪৮;** ৩ ফেজ লোকোমোটিভের সকল সহায়ক মোটরের মেরামত/রিহাবিলিটেশন; ২১,৮৭,৬৮৫.৬০ টাকা; ৪৩,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য (ক্রম নং ১ ও ২ এর জন্য); **সমাপ্তির সময়কাল:** ২৪ মাস (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ১৮ মাস (ক্রম নং ২ এর জন্য); **জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়:** ২১/১১/২০২৫ তারিখের ১৫.০০ টা পর্যন্ত (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ২৫/১১/২০২৫ তারিখের ১৫.০০ টা পর্যন্ত (ক্রম নং ২ এর জন্য); **খোলার তারিখ ও সময়:** ২১/১১/২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ টায় (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ২৫/১১/২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ টায় (ক্রম নং ২ এর জন্য); আগ্রহী দরদাতাদের টেন্ডারের সমস্ত বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশন, সংশোধনী এবং তাদের বিড জমা দেওয়ার জন্য (ক্রম নং ১ এবং ২ এর জন্য) www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে।

(PR-776)

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিশ

ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার/মেকা./সিঅ্যান্ডডব্লু/বারাণসী/এন ই রেলওয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য একক প্যাকেট সিস্টেম এবং ওয়ার্কস টেন্ডার (টেন্ডার নোটিশ নং এম/সিঅ্যান্ডডব্লু/১০/২০২৫-২৬ তাং ২৭.১০.২০২৫) ভিত্তিক অবাধ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ :** আনুমানিক মূল্য (টাকা) -১৫,১১,৮৮২.৩২ (পনেরো লাখ এগারো হাজার আটশো বিরাশি টাকা এবং বত্রিশ পয়সা), ১২ মাসের মেয়াদে বারাণসী ডিভিশনের এলএইচবি কোচে সংস্থাপিত ইলেক্ট্রো নিউম্যাটিক প্রেসারাইজড ফ্লাসিং সিস্টেম (ইপিপিএফএস) এবং প্রেসারাইজড ফ্লাসিং সিস্টেম (পিএফএস) কাজের জন্য সামগ্রিক এএমসি (বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি)। টেন্ডার জামিন পরিমাণ : ৩০,২০০.০০ টাকা (ত্রিশ হাজার দুশো টাকা), টেন্ডার নথি মূল্য : নেই (অথরিটি এসজিসিসি, ওয়ার্কস, এপ্রিল ২০২২ রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত উল্লেখ্য পত্র নং : ২০২২/সিই-১/সিটি/জিসিসি-২০২২/পলিসি নিউ দিল্লি,তারিখ ২৭.০৪.২০২২)। **এএমসি মেয়াদ :** ১২ মাস এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে। **ওয়ারেন্টি মেয়াদ :** ঠিকাদারকে নতুন সরবরাহকৃত দ্রব্যাদি অর্থাৎ ২৪ মাস সংযোজিত হওয়ার তারিখ থেকে বা ৩০ মাস সরবরাহের তারিখ থেকে যেটি আগে হবে অনুযায়ী আইআরএস শর্ত অনুযায়ী ওয়ারেন্টির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য টি অ্যান্ড সি টেন্ডার নথিতে ক্লজ ওয়ারেন্টি মেয়াদ অনুযায়ী। **ই-টেন্ডার এর শেষ তারিখ এবং সময় :** ২৫.১১.২০২৫ দুপুর ২.৩০ টা পর্যন্ত। **ই-টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় :** ২৫.১১.২০২৫ বেলা ৩ টায়।

●টেন্ডারদাতারা অনলাইনে ২৫.১১.২০২৫ তারিখ বেলা ২.৩০ পর্যন্ত টেন্ডার দাখিল করতে পারেন। ● অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in.** দেখুন সম্পূর্ণ বিস্তারিতর জন্য এবং টেন্ডার দাখিল করুন।

Sr.DME/EnHM/BSB

CPRO/Mech-85 বারাণসী

ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/780/25-26 Dated 16.10.2025	Upgradation of concrete road near Anowar Ali house at Khosalpur at Ward No-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 116, Proposal SL No-3 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,38,232.00
WBMAD/ULB/ RSM/781/25-26 Dated 16.10.2025	Upgradation of concrete road near Nazir Sardar house at Khosalpur Ward No-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 116, Proposal SL No- 5 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,08,919.00

Bid Submission end date: **05.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/491/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Concrete road from Dilip Chakraborty Via Avijit Roy Towards Samaresh Chatterjee, Tapan Ghosh towards Badan Ghosh house in Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 163, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,906.00
WBMAD/ULB/ RSM/496/25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Kartick Kamilya to Dinobandhu Mondal in Ward No.-11,under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 42 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,61,358.00
WBMAD/ULB/ RSM/498/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Paritosh KarGupta to Debdas Mondal via Susobhan Das via Subhas Das in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 42 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,17,767.00
WBMAD/ULB/ RSM/1169/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Surface Drain (marked as Sl. 4/201) Beside Pelician Tulsi at Booth No.-201 of Ward No.- 28 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,33, 378.09
WBMAD/ULB/ RSM/1170/25-26 Dated 18.10.2025	The Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 5/201) infront of Ujjal Haldar's House at Booth No.-201 of Ward No.-28,under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2, 04, 825.48
WBMAD/ULB/ RSM/1171/25-26 Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Surface Drain with Slab (marked as Sl. 6/201) Bylane of Udaygarah at Booth No.-201 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 4,97, 327.00

Bid Submission end date: **22.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/444/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Raju Das to H/O Krishna Das (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 210 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 4,63,074.00
WBMAD/ULB/ RSM/446/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Nagen Mondal to Tapan Kundu in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 09), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,39,772.00
WBMAD/ULB/ RSM/447/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dr. Nisit Mallick Nurshing Home's to Shymal Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,11,309.00
WBMAD/ULB/ RSM/448/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dhritish Halder to Kamal Kanti Mondal in Ward No.-11,under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,87,352.00
WBMAD/ULB/ RSM/449/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dr. Sachin Mondal to Sunil Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 05), within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,27,014.00
WBMAD/ULB/ RSM/450/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Biswajit Mitra to Tapas Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,15,117.00
WBMAD/ULB/ RSM/451/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	The Construction of Proposed C.C. Road from (marked as Sl. 6/256) Mukul Barman's House of Mamoni Mondal's House at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,32,608.00
WBMAD/ULB/ RSM/474/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Construction of drain beside H/O Swapan Majumder at Jagaddal Govt. Colony near play Ground at Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station-119, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,450.00
WBMAD/ULB/ RSM/475/ 25-26/2nd call Dated 18.10.2025	Repairing at Jagaddal Govt. Colony Govt. Primary School Teacher's room at Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Booth No.- 119 (Proposal Serial No- 4) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,03,969.00
WBMAD/ULB/ RSM/476/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Construction of Culvert beside H/O Sukumar Sarkar & Construction of Road beside H/O Shyamal Bhowmick near Jagaddal Govt. Colony & H/O Ranjit Dutta to H/O Mritynjoy Gayen at Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 119, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,91,229.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/421/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Construction of Brick Pavement Road from Rina Sing's house to Sanjay Barik's house near Goutam para in Ward No-16 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-7) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,04,635.00
WBMAD/ULB/ RSM/423/25-26 / 2nd Call Dated 18.10.2025	Construction of Brick Pavement Road From Utpal Bhattacharya House To Bubal Das House Near Goutam Para In Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 82, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,10,973.00
WBMAD/ULB/ RSM/424/25-26 / 2nd Call Dated 18.10.2025	Construction of Brick Pavement Road from Utpal Bhattacharya's House to Sandip Bhattacharya's house near Goutam Para in Ward No-16 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,36,323.00
WBMAD/ULB/ RSM/425/25-26 / 2nd Call Dated 18.10.2025	Construction of Road from Subal Mondal's house to Pankaj Halder's House near Goutam Para in Ward No-16 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-6) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,64,778.00
WBMAD/ULB/ RSM/429/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Sukumar Mistry to Pulin Shepay in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 52 (Proposul Serial No - 02), within 147 Sonarpur A.C.	Rs. 2,92,898.00
WBMAD/ULB/ RSM/431/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of drain with slab at Bijon Chakraborty sarani near Shibu Banerjee house at Ward No-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-88, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,15,209.00
WBMAD/ULB/ RSM/432/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of road near Monika Chakraborty house at Pannalal Chakraborty Sarani at Ward no-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-88(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,22,421.00
WBMAD/ULB/ RSM/433/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of drain from H/O Dipika Chakraborty to H/O Bacchu at Ward No-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-88, Proposal Sl No-3, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,56,317.00
WBMAD/ULB/ RSM/434/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of road from H/O Ashoke Debnath to H/O Sumita Chakraborty at Pannalal Chakraborty Sarani at Ward no-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-88(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,30,508.00
WBMAD/ULB/ RSM/435/25-26 / 2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of road near H/O Sambhunath Bhattacharya at Mishra Para at Ward no.16,17 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-88(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,47,950.00
WBMAD/ULB/ RSM/392/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Shorab Ali to Joynal Mudi's Shop (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 210 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,74,286.00
WBMAD/ULB/ RSM/1117/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Narayan Sarkar to H/O Rabindranath Shil (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 210 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,62,646.00
WBMAD/ULB/ RSM/412/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation for Construction of Concrete Road from Rishi Arabinda Pally Mandir to Ramkrishna Jana's house in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-117(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,42,064.00
WBMAD/ULB/ RSM/414/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Existing brick pavement to concrete Road from H/O Antony Bhattacharyee near Paschatyapara at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-84(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,19,840.00
WBMAD/ULB/ RSM/415/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Anjali Chakraborty to H/O Shibdas Chakraborty near Paschatyapara at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-84(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,34,591.00
WBMAD/ULB/ RSM/416/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Concrete Road from Rupa Dutta's Shop to Rajpur Bose para club at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-84(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,08,525.00
WBMAD/ULB/ RSM/417/25-26/ 2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Road from H/O Chandan Ghosh to H/O Sisir Bose near Bosepukur at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-84(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,17,214.00
WBMAD/ULB/ RSM/418/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Road from Ritabrata's House to Sunil Manna's House Krishna Mandir in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,72,169.00
WBMAD/ULB/ RSM/419/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Upgradation of Road from Kashinath Pramanik's house to Sandip Bhattacharya's house Near Goutam Para in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,42,306.00
WBMAD/ULB/ RSM/420/ 25-26/2nd Call Dated 18.10.2025	Construction of Brick Pavement Road from Sandhya Ghosh Garage to Aparna Dhar's house in Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,48,999.00

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

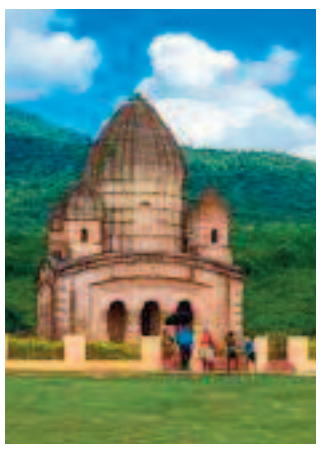

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২৯ অক্টোবর ২০২৫ • পেজ ৮

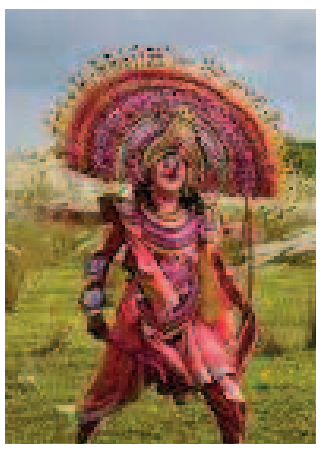

বসন্তের দেশ পুরুলিয়ার অজানা খনির পরশমণি

স্বপনকুমার মণ্ডল

জীবনের গতির আভিজাত্যই তার অগতির ভয়কে বাড়িয়ে তোলে। অগতি হয়ে ওঠে অগত্যা । এই গতি-অগতির পথ বেয়ে বারে বারেই মানুষের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। জীবনের গতিই তার অস্তিত্বের সোপান। চলাই তার ধর্ম, চলনেই তার আভিজাত্য। প্রতিকূলতার সহজতাই তার স্বাভাবিকতা। সেই স্বভাবের বশে একদিন (১ আগস্ট,২০১২) হুগলি মহসিন কলেজ ছেড়ে সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম। এমনিতে ভৌগোলিকভাবে রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণের দূরত্ব যোগাযোগের অভাববোধে মানসিক সংযোগের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তার ওপর পুরুলিয়ার সীমান্তবর্তী অবস্থানে প্রতিকূল প্রকৃতির দোসরতায় তার প্রতি বিমুখ ধারণা আপনাতেই সক্রিয় করে তোলে। সেখানে অবশ্য 'উপেক্ষিত' উত্তরবঙ্গের সঙ্গে পুরুলিয়ার প্রান্তিক অবস্থানের সহমর্মিতার অভাব ছিল না, বরং সহধর্মিতায় তার সহানুভূতি একটু বেশিই ছিল। সেই সঙ্গে অপরের ব্রাত্যতায় স্বকীয় আভিজাত্যবোধে একটু করুণাও ছিল তাতে। যার ফলে করুণায় সহানুভূতি জাগলেও সমানুভূতি জাগে না, ভালোবাসা বা শ্রদ্ধাবোধ তো দূর অস্তু । ফলে পুরুলিয়ার আকর্ষণের চেয়ে তার বিরূপ মূর্তি সময়ান্তরে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। তখন স্টেটবাসের সামনের গন্তব্যস্থানের নামে পুরুলিয়ার সঙ্গে আমার বহুদূরের আকস্মিকতাবোধে ঝলক খেলে যেত। সময়ান্তরে তার বিরূপ প্রকৃতির বিমুখতা মাওবাদী সংযোগে আরও মুখর হয়ে ওঠে। একদা পুরুলিয়ায় অস্ত্রবর্ষণের খবরে ভয়ার্ত চাউনি সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়লেও মাওবাদীর সংযোগ তার বিরূপ মূর্তিকে আতঙ্কের প্রতিমায় সমাসীন করে তোলে। আর তাতে প্রকৃতির প্রতিকূল উপচারের সঙ্গে মানবিক অস্তিত্ব-সংকটের নৈবেদ্যে পুরুলিয়ার সেই প্রতিমাটি অচিরেই দূরের জনমানসে ধ্বংসকারী দৈত্যের রূপ লাভ করে। আবার সেই দৈত্যের বিকট রূপকে প্রতিহত করে চলার সৎসাহসও মানুষের সহজাত। আর তাই প্রতিকূলতার মুখে পড়ে পিছিয়ে আসার চেয়ে তাকে জয় করার স্বভাবজ প্রকৃতি নিয়েই তার পথচলা। আমিও চলেছিলাম। এজন্য নিযুক্তি পত্র পাওয়ার পর থেকেই পুরুলিয়া নিয়ে নানারকম ভাবনাচিন্তা করেছি। যতরকম গুরুতর ভাবনা ভাবা যায়, স্বরচিত কল্পনায় তা লঘু করে নিয়েছি। অবশ্য তারপরেও অশনি সংকেতের পালা শেষ হয়ে যায়নি। কেননা তখনও শীত ও বসন্তের পালায় প্রবেশ করিনি।

গ্রীষ্ম-বর্ষার পর শরতের নির্মলতাকে সঙ্গে নিয়ে হেমন্তের শুন্যতাবোধে যাও-বা এগিয়েছিলাম, কলেজ থেকে বড়বাবুর কাছে রিলিজ নিতে গিয়ে শীত-বসন্তের ফেরে পড়ে গেলাম। ব্যর্থ পুরুষের কোনো নারীকে বিয়ে না করে উপকার করার সার্থকতায় আত্মজাহিরের মতো অনেকে সেধে উপকারের বাতিকে সক্রিয় হয়ে থাকে। অবশ্য শেষে তা সিনেমার টিকিটের দালালের শেষ টিকিটটি কমদামে বিক্রিতে বাধ্য হওয়ার প্রতিশোধে ক্রেতাকে রহস্য রোমাঞ্চকর সিনেমাটির খুনির নাম আগাম বলে দেওয়ার মতো বিস্বাদ বয়ে আনে। আমি তাঁর কথা শুনে সেভাবেই পাথরের চোখে সবকিছু ভাবছিলাম । পুরুলিয়ায় কুষ্ঠরোগের প্রকোপ আর বসন্তের হাতছানি আমায় সাময়িক ভাবে সচকিত করে তোলে। একে প্রকৃতির করাল মূর্তি, তার উপর মাওবাদীর প্রাণহন্তারক বিভীষিকা। শেষে কিনা বেঘোরে শারীরিক পীড়নে অব্যর্থ বন্দোবস্ত আপনাতেই বিনা আমন্ত্রিত বিড়ম্বনায় ভারিয়ে তুলল। অগত্যা ভীতি জয় করার জন্য কলেজে যাঁর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর নিতাম, সেই অভিজিৎদার কাছে সভয়ে বিষয়টি বলে আশ্বস্ত হতে চাইলাম। তিনি দিলেনও, কিন্তু পুরোটা পেলাম না। কেননা বসন্তের বিদায় বার্তা তখনও তাঁর মুখমণ্ডলে বিরাজমান। মনে আছে দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে জয়েন করার পরপরই আমায় বসন্তে পেয়েছিল। তার দু-একটি বিদায়-বার্তা এখনও আমি আয়নায় দেখি। তবে সেটা নয় গেল। কিন্তু কুণ্ঠের হাড়হিম শীতলতা আমার শীতার্ত প্রকৃতিকে আরও সবুজ করে তুলল। এর চেয়ে সরকারি কলেজে আছি, তাও তো ভালো। দার্জিলিং-এর শীত শরীরে উপর দিয়ে যেত, পুরুলিয়ার শীতে সেই শরীরটাই একটু একটু করে খসে পড়বে, ভাবতেই শিহরিত হওয়ার অবকাশ তৈরি করে। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্তি পত্রের হাতছানি পেতে পেতেও পাইনি। আবার যাও-বা পেলাম, তাও কিনা বেঘোরে জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে! তবুও নাছোড় মনের চলন আমায় উজ্জীবিত করে। মনকে প্রবোধ দিতে থাকি সরকারি কলেজের ট্রান্সফার হিসেবেই না হয় পুরুলিয়ায় যাচ্ছি। ব্যর্থতা ঢাকায় মনের যেমন জুড়ি নেই, প্রতিকূলতায় আনুকূল্য বয়ে আনাতেও তেমনই সে বিজোড়-বাদশা। আর তাই রূপসী বাংলায় সওয়ার হয়ে আমার পুরুলিয়া যাত্রায় অজানা কৌতূহলের আশঙ্কার চেয়ে রোমাঞ্চকর অনুভূতিও কম নয়। অথচ আশঙ্কার বিজ্ঞাপনও অলক্ষ্যেই চোখে পড়ে। বাঁকুড়া পাড়ি দেওয়ার অবকাশে স্টেশনে স্টেশনে কুষ্ঠরোগের দৃষ্টিগ্রাহ্য বিজ্ঞাপন সামনে চলে আসে। তখন ভাবি কবিকথায় শীত আসার পরে বসন্তের আর বেশি দূরে নয়। অথচ এই শীত পৌষমাসের নয়, বরং সর্বনাশের আর বসন্তও যৌবনের অভিষেকের নয়, বরং তার প্রস্থানের। তখন আবার মনকে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মেহের আলি বানিয়ে প্রবোধ দিই, 'সব ঝুট হ্যায়।' অগত্যা নিজেই বিপদতারিণী দেবীর আসনে দেবতা হয়ে বসি পড়ি। কাজও হল। চলে এলাম পুরুলিয়ায়। জেলা পরিষদের অফিসে জয়েন করে বোঙ্গাবাড়ির ক্লাসের পথে পা বাড়ালাম। পায়ে পায়ে সেই শীত-বসন্তের বেড়ি স্বল্প দিনের মধ্যেই বাঁধন থেকে বাদ্যে পরিণত হল। সেই বাদ্যের তালে আমার শীত পথ হারালো, আমার বসন্ত আত্মগোপন করল। কবি কালিদাস রায়কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন মায়েরা শুধু শিশুদের দেয় না, তার পরিবর্তে অনেক কিছু পায়ও। শিশুদের নির্মল স্বর্গীয় হাসিতে মায়ের প্রাণ শুধু জুড়ায় না, বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী সুধাও তাতে মেলে। কর্মজীবনে শিক্ষকতার ব্রতে সামিল হয়ে স্কুল-কলেজ হয়ে অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণতকামী ছাত্রছাত্রীদের বিস্তৃত পরিসরে এসে সেকথাই যেন বেশি করে মনে হয়েছে। তারাও স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্তিতে উচ্চশিক্ষার সোপানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যখন হাজির হয়, তখন তাদের চোখের চাউনিতে যেমন পরিণতির ছাপ পড়ে, তেমনই মনশ্চক্ষে বোধের আলো জ্বলে ওঠে। ক্লাসের মধ্যে সেই চাউনি ও আলোর পরশে কখনও মনে হয়নি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে তারা আলাদা। বরং বিশেষ করে মনে হয়েছে গ্রামীণ জীবনের অকৃত্রিমতায় তাদের জীবন শুধু ভরপুরই নয়, প্রাণপ্রাচুর্যে তারা অনেকবেশি এগিয়ে। জ্ঞানতৃষ্ণায় অক্লান্ত। শুধু দরকার চাতকের অভিজাত্য। চাতক সব ধরনের জল পান করে না। মাটিতে গরুর পায়ের ছাপে আটকে থাকা বৃষ্টির জলে তার তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে থাকে। এজন্য চাতক চাউনির আভিজাত্যবোধের কথা যখন শুনেছে, তখনই তাদের চাউনিতেও শিবনেত্র খুলে গেছে। অন্যদিকে জ্ঞানবোধের পথ বেয়ে যখন জীবনবোধের পরশে মনে আর মানে বাঁচার হদিশ দিয়েছি, তখন তাদের সেই আলোতে ঝাড়বাতির রোশনাই নেমে এসেছে। তাদের সেই চাউনি আর আলোর ভাষা যতই পড়েছি, ততই আশ্চর্য হয়েছি। কেননা তাদের দ্বিবিধ চোখের ভাষায় অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধের পরিচয়ই আমাকে শুধু নতুন করে প্রাণিত করেনি, রীতিমতো আত্মসমীক্ষায় শামিল করেছে। আমি কি তাদের মতো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধাভক্তি করতে পেরেছি, কিংবা, কেন পারিনি, এসব প্রশ্ন আপনাতেই ভিড় করে। সেই অসংখ্য পবিত্র স্মৃতির আলোর উষ্ণতাবোধে সেই শীতবুড়ি কখন যে আমার কাছে থেকে বিদায় নিয়েছে, তা জানতেই পারিনি। ইতিমধ্যে দেখতে দেখতে বারো বছর অতিক্রম করে তেরো-তে পড়েছি। বারোটি ব্যাচও বেরিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সময়ের দিক থেকে বাল্য কাটিয়ে অভিজ্ঞতায় আমরা যৌবনে পা দিয়েছি। বোঙ্গাবাড়ির দরিদ্র পরিসর ছোড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অট্টালিকায় এখন বিভাগও রীতিমতো স্বাতন্ত্র্যে ধনী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে স্মৃতির মণিমঞ্জুষাটি ইতিমধ্যেই উপচে পড়ছে। সেই স্মৃতিসুধার পরশে কোথায় শীতের শীতলতা, কোথায় বসন্তের বিকৃতি, তা ভাবারও অবকাশ পাইনি। এমন সব অবিস্মরণীয় স্মৃতিচিত্র এই কয়েক বছরেই আমাকে নিত্য শুদ্ধ, নিত্য ঋদ্ধ করে চলেছে।

বোঙ্গাবাড়ির বেরোনোর গেটের মুখে বিশেষ কাজে গর্ত করা হয়েছিল। সেই গর্ত পেরিয়ে আমি কিছুতেই গেট পার হতে পারছিলাম না। প্রথম ব্যাচের একজন ছাত্র সেই অবস্থায় গর্তের মধ্যে নেমে সামনের দিকে ঝুঁকে আমায় পিঠে পা-দিয়ে পার হওয়ার জন্য অনুরোর জানায়। এভাবে ছাত্রের ত্রাতার ভূমিকায় আমি শুধু বিস্মিত হয়ে আনত হয়নি, সেই অসাধারণ ছাত্রটির প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাকে বিরত করে আমিই শেষে দুঃসাহসী হয়ে গেট পেরিয়েছিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই দ্বিতীয় ব্যাচের দারিদ্রলাঞ্ছিত জীবনে বেড়ে ওঠা একজন ছাত্র বোঙ্গাবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে আমায় সবিনয়ে বাড়ির গাছের পেঁপে খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করে। আমি তাকে নিরাশ করেও ব্যর্থ হই। সে বাড়ি থেকে ব্যাগে করে বয়ে এনে আমার বাসায় নিয়ে হাজির হয়। অগত্যা সেই শ্রদ্ধা গ্রহণ না করে তাকে আঘাত দেওয়ায় আমার মন সায় দেয়নি। সেই সুযোগে অবশ্য না-বলেই বাসায় এসে আরও একাধিক বার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ছাত্রটি। এভাবে একসময় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে আমার জন্মদিন পালনে সক্রিয় হয়েছে। সেই জন্মদিন পালনের জন্য তৃতীয় ব্যাচের এক ছাত্র যে ইতিমধ্যে এম এ পাশ করে বেরিয়ে গেছে, সে-ই বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে এসেছে, তা ভেবে শুধু আশ্চর্য হইনি, তার শ্রদ্ধাবোধের কাছেই নিজেকে ছোট মনে হয়েছে। আবার জন্মদিনের পরের দিন বিভাগে যাওয়ার পথে আকস্মিকভাবে তৃতীয় ব্যাচেরই একজন ছাত্র প্রণাম করে না যেতে পারার জন্য কিছু বলার পরেই একটি উপহার তুলে দেয়। অন্যদিকে মাসকয়েক পূর্বে পঞ্চম ব্যাচের এক ছাত্রী প্রণাম করায় আমি ভাবলাম কোনো ভালো খবর আছে। আমার সম্বিত ফিরিয়ে সে জানায় তার সেদিন জন্মদিন। তাই সে আমায় প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে এসেছে। এজন্য সেদুটি চকলেট বের করে আমায় দিতে এলে আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। আমার মেয়েদুটোর জন্য সে দুটি সযত্নে বাড়ি বয়ে এনেছি। এরকম অমূল্য চকলেট তো আর সচারাচর পাওয়া যায় না। অন্যদিকে একবার শিক্ষক দিবসের দিন চতুর্থ ব্যাচের এক ছাত্র যে প্রতিবার এসেছে সবার শেষে, রাত্রি দশটার পরেও, এবার ভাবলাম সে আর আসবে না। নেট পরীক্ষা ও বি এডের জন্য সে বর্ধমানে থাকে। এতদূর থেকে নিশ্চয় সে এবার আসবে না। অন্য সময় এসে দেখা করতে পারে। এসব কথা বলতেই ফোন এল সে আসছে। ট্রেন থেকে নেমেছে। ভাবলাম সে বাড়ি যাবে। সেই পথেই এখানে আসা। কৌশলে জানতে গিয়েই আমি উচ্চতায় ছোট হয়ে গেলাম। সে-রাত্রে সে ক্লাসমেটের কাছে থাকবে এবং সকাল ছটায় বর্ধমানের লোকাল ধরে আবার বর্ধমানে ফিরবে। সত্যিই সে বর্ধমানের। আমার কাছে সে বর্ধিত হয়েই চলেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী'র পাণ্ডুলিপি থেকে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কথামতো ইন্দির ঠাকরুনের মুখে মোটা সুতির কাপড়ে আরামদায়ক গরমের স্থলে 'ওম্' শব্দটি বাদ দেননি। 'ওম্'-এর অকৃত্রিম উষ্ণতার সঙ্গে তৃপ্তিবোধের বিষয়টি শুধু গ্রামীণ পরিসরে সহজবোধ্য নয়, সুবোধ্যও বটে। ছাত্রছাত্রীদের সেই 'ওম্'-এ আমার শীতের জরা কখন উবে গেছে বুঝতেই পারিনি। প্রকৃতির নির্মমতার মধ্যেও তাদের সবুজ প্রাণের পরশে আমার শীতার্ত জীবনেও সজীবতা ফিরে এসেছে। অন্যদিকে পুরুলিয়ার বসন্তের অনেক পূর্বেই আমার বসন্তের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ক্লাস সিক্সে বাংলা এডওয়ার্ড জেনারের বসন্তের টিকা আবিষ্কারের কথা জেনেছিলাম। কলেজে আরেক বসন্তের পরিচয়ে মুগ্ধ হলাম। সেই নিতাইয়ের বসন্ত বা বসন পুরুলিয়ার ঝুমুরগানের শিল্পীরই প্রতিনিধি। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বসন্তের জীবনপিপাসায় ('হায় জীবন এত ছোট কেনে ?') চোখের জল বাগ মানে না। সেই বসন্তের দেশে এসে বসন্তের মোকাবিলা করার জন্য আমায় কিছু করতে হয়নি। আমার অসংখ্য এডওয়ার্ড জেনার আমায় অনবরত টিকা দিয়ে চলেছে। তাদের বিকশিত-মুকুলিত-কুসুমিত সবুজ মানসতরুর নির্মল ও পবিত্র পরশে সেই টিকা চির বসন্তের ভালে রাজটীকার আবেদনকে তীব্র করে তুলেছে। কচি-কাঁচাদের সেই পুষ্পিত ভুবনে আমার শীত বসন্তে মিলিয়ে গেছে, আমার বসন্ত চির বসন্তের হাতছানিতে ডানা মেলেছে। গুটি কেটে প্রজাপতির চলনের শিক্ষায় তারা আমাকেও শরিক করে নিয়েছে। কেননা বিচিত্র ফুলের সৌরভও তো আমি তাদের মধ্যেই পেয়ে থাকি।

পূর্ণিয়ার ৭ বিধানসভা কেন্দ্রে এবার মুখোমুখি লড়াই, নজরে মন্ত্রী লেসি সিং-সহ রাজ্যের বড় নেতাদের ভাগ্য

পূর্ণিয়া, ২৮ নভেম্বর: আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় পূর্ণিয়া জেলার সাতটি আসনে আগামী ১১ নভেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। মোট ১০২ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিলেও ৭৫ জনের নথি গৃহীত হয়েছে, আর ২৭ জনের আবেদন ত্রুটিপূর্ণ তথ্য ও অসম্পূর্ণ কাগজপত্রের কারণে বাতিল হয়েছে।২০২০ সালের নির্বাচনে পূর্ণিয়া জেলায় এনডিএ চারটি, মহাজোট একটি এবং এআইএমআইএম দুটি আসনে জয় পেয়েছিল। ওই ফলাফলের পটভূমিতেই এবার রাজনীতির মঞ্চ গরম হতে শুরু করেছে।ধমদহা বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্য লড়াই জেডিইউ মন্ত্রী লেসি সিং ও রাজদ প্রার্থী সন্তোষ কুমারের মধ্যে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এখানে মোট ১১ জন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে জন সুরাজ আন্দোলনের রাকেশ কুমার, এআইএমআইএমের মো. ইশতিয়াক আলম, এবং একাধিক নির্দল প্রার্থীও আছেন।রুপৌলী আসনে ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী। বিজেপি সমর্থিত জেডিইউ প্রার্থী কালাধর মণ্ডল এবং রাজদের বীমা ভারতীর মধ্যে প্রধান সংঘর্ষের সম্ভাবনা। এছাড়া জন সুরাজের আমোদ কুমার ও আপের বিকাশ কুমার মণ্ডলও ভোটযুদ্ধে নেমেছেন।বনমনখি কেন্দ্রে ভাই বনাম ভাইয়ের লড়াইয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এখানে বিজেপির কৃষ্ণ কুমার ঋষি ও জন সুরাজের মনোজ কুমার ঋষির মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।পূর্ণিয়া সদরে বিজেপির বিজয় খেমকা, কংগ্রেসের জিতেন্দ্র কুমার, জন সুরাজের সন্তোষ কুমার সিং এবং আপের আদিত্য লালের মধ্যে প্রধান পাল্টাপাল্টি। এই কেন্দ্রে মোট ১৮ জন মনোনয়ন জমা দেন, কিন্তু ৯ জনের কাগজ বাতিল হয়েছে।কসবা আসনে বিজেপি, জেডিইউ ও রাজদ কোনও প্রার্থী দেয়নি, ফলে তিন কোণার লড়াই তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসের মো. ইরফান, জন সুরাজের মো. ইত্তেফাক আলম ও নির্দল প্রার্থী মো. আফাক আলমের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুঙ্গে।অমৌর আসনে জেডিইউর সাবা জাফর, এআইএমআইএমের আখতারুল ইমান এবং রাজদের আব্দুস সুবহান মূল লড়াইয়ে রয়েছেন। এখানে ৯ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে নেমেছেন। বাইসি কেন্দ্রে এবারে তিক্ত লড়াইয়ের পূর্বাভাস। বিজেপির বিনোদ কুমার, এআইএমআইএমের গুলাম সরওয়ার, রাজদের আব্দুস সুবহান এবং জন সুরাজের শাহনওয়াজ আলমের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।মনোনয়নের স্ক্রুটিনির পর এখন নাম প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া চলছে। এরপরই প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। স্থানীয় বিশ্লেষকরা মনে করছেন, পূর্ণিয়া জেলার প্রতিটি কেন্দ্রে এবার ভোটযুদ্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হবে এবং নতুন মুখ ও নির্দল প্রার্থীরা প্রচলিত সমীকরণকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।

ভাগলপুরে রাজনৈতিক পালাবদলের আভাস

ভাগলপুর, ২৮ অক্টোবর: ভাগলপুরে নির্বাচনের হাওয়া বেশ জোরালো। শহরের লাজপত পার্ক থেকে আমাদের দল জনগণের মনোভাব পরিমাপের চেষ্টা করছে। পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছ থেকেও গত পাঁচ বছরের হিসাব চাইছে সবাই। ভাগলপুর জেলায় মোট সাতটি বিধানসভা আসন রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি আসনে বর্তমানে এনডিএ জোটের দখল, বাকি দুইটি আসন মহাগঠবন্ধনের নিয়ন্তুণে। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিহপুর, পীরপৈন্তি (সংরক্ষিত) ও কাহগাঁও আসনে জয়লাভ করেছিল। জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর ভাগে গিয়েছিল গো পুর ও সুলতানগঞ্জ। অপরদিকে কংগ্রেস লাভ করে

গত বিধানসভা নির্বাচনে ৭ আসনের মধ্যে কোন দলের আসন ছিল কয়টি

ভারতীয় জনতা পার্টি
বিহপুর, পীরপৈন্তি (সংরক্ষিত), কাহগাঁও
জনতা দল (ইউনাইটেড)
গোপুর, সুলতানগঞ্জ
কংগ্রেস
ভাগলপুর
রাজদ
নাথনগর

ভাগলপুর আসন, আর রাজদ দখল করে নাথনগর। ২০২০ সালে চিরাগ পাসওয়ান এনডিএ থেকে আলাদা হয়ে লড়েছিলেন, কিন্তু এবার তিনি আবার এনডিএর সঙ্গেই রয়েছেন।এবারের নির্বাচনে জন সুরাজ পার্টির পাশাপাশি বেশ কয়েকজন নির্দল প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন, যা লড়াইকে ত্রিমুখী কিংবা চতুর্মুখী রূপ দিতে পারে। ভাগলপুরের জনমানসে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন;কারা পাবে জনসমর্থনের মুকুট, আর কারা হারাবে রাজনৈতিক জমির দখল।

'জননায়ক' শব্দ নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, তেজপ্রতাপের নিশানায় এবার তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২৮ অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপের মধ্যেই আরজেডি শিবিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। জনশক্তি জনতা দলের প্রধান তেজপ্রতাপ যাদব সংবাদমাধ্যমে তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে বলেন, 'তেজস্বীকে জননায়ক বলা উচিত নয়। প্রকৃত জননায়ক ছিলেন কর্পূরী ঠাকুর, রাজনীতির মহাত্মা গাঁধী বা ড. অম্বেদকর।'

তিনি দাবি করেন, তাঁর রাজনীতি একেবারেই স্বাধীন, বাবার প্রভাব বা তদারকি ছাড়া তিনি নিজের পথেই লড়াই করছেন। তেজপ্রতাপ বলেন, 'আমাদের উপর কোনো পরিবারের ছায়া নেই। আমাদের পাশে রয়েছে সাধারণ মানুষ;যুব সমাজ ও দরিদ্ররা। আমরা তাঁদের আশীর্বাদে এগিয়ে যাচ্ছি।' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি 'লালু পরিবারের ছায়া থেকে আলাদা' নতুন রাজনৈতিক চেহারা গড়ার চেষ্টা করছেন।

গত সপ্তাহ থেকে পাটনার বিভিন্ন স্থানে মহাগঠবন্দনের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী তেজস্বী যাদবকে 'বিহারের জননায়ক' বলে পোস্টার ও ব্যানারে প্রচার শুরু হয়েছে। তেজ প্রতাপ মনে করছেন, এই উপাধি ব্যবহারে অতিরিক্ত আত্মপ্রচার হয়েছে, যা কেবল প্রকৃত জননেতাদের অসম্মান করে।তিনি বলেন, তবে যে নেতাদের সত্যিকারের অবদান আছে, তাঁরাই জননায়ক নামে পরিচিত হন। তেজস্বী বা অন্য কেউ যদি জনগণের জন্য কিছু বড় করে

দেখাতে পারে, তবেই এই নাম প্রাপ্য।দ

এই ইস্যুতে এনডিএ শিবিরও মন্তব্য করেছে। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেন, 'বিহারের মানুষ জানেন কারা নেতা আর কারা রাজ্যের ক্ষতি করেছেন। লালু পরিবার রাজ্যের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়ে এখন নিজেদের নায়ক সাজাতে চাইছে।'

তাঁর মতে, পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতিতে আরজেডির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'জননায়ক' অর্থ জনগণের নেতা;যিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। বিহারে কেবল কর্পূরী ঠাকুরকেই সত্যিকারের জননায়ক হিসেবে স্মরণ করা হয়। রাজনীতির ময়দানে অনেকেই এই শব্দ ব্যবহার করেন, তবে ইতিহাসে স্বীকৃতি মেলে খুব কমজনেরই।

তেজপ্রতাপ যাদব নিজে মহুয়া বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর বিপরীতে রাজ্যের বিভিন্ন বড় দলের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন;রাজদলের মুকেশ রোশন, এনডিএর সঞ্জয় সিং, এআইএমআইএমের অমিত কুমার এবং জন সুরাজের ইন্দ্রজিৎ প্রধান। ফলে মহুয়ায় লড়াই হতে চলেছে পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে প্রখর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।